অন্ধকার যুগের ন্যায় অন্ধ সমর্থনের রীতি অনুসরণ করিতেন না এবং ন্যায়রূপে পরস্পর সাহায্য ও সমর্থনে ঝাপাইয়া পড়ার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধের প্রতীক্ষায়ও থাকিতেন না।

উকিল তথা কার্য্যনির্বাহক মনোনীত বা নিয়োগ করা

মছআলাহ ঃ—অনুপস্থিত ব্যক্তিকেও পত্র যোগে বা লোক মারফত খবর পাঠাইয়া উকিল নিয়োগ করা যায়। (৩০৯ পৃঃ)

মছআলাহ ঃ—কোন ব্যক্তিকে অনুমতি দিল যে, আমার মাল হইতে দান-খয়রাত করিতে পার, কিন্তু দানের পরিমাণ উল্লেখ করিল না; সে ক্ষেত্রে সর্বদিক লক্ষ্য করিয়া যে স্থানে, যে পরিমাণ দেওয়ার অনুমতি সাধারণ জ্ঞানে বোধিত তাহাই উদ্দেশ্যরূপে সাব্যস্ত হইবে; খামখেয়ালী করিতে পারিবে না। (৩০৯ পৃঃ)

মছআলাহ ঃ—মালামালের রক্ষণাবেক্ষণে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হইল; সে কোন অপরাধীকে ছাড়িয়া দিল বা কাহাকেও ধার দিল তাহার এইসব কাজের বৈধতা মালিকের সম্মতি সাপেক্ষ থাকিবে।

মছআলাহ ঃ—ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে কাহাকেও নিয়োগ করা হইলে সে নিজের ও পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় উহা হইতে গ্রহণ করিতে পারিবে—ন্যায্য পরিমাণে; তাহার অধিক নহে। (৩১১ পৃঃ)

মছআলাহ ঃ—বিবাহে উকিল বানানো জায়েয আছে।

কৃষি-কার্য্য সম্বন্ধীয় বিষয়াবলী

আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাকে বলিয়াছেন—

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۔ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ۔ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ۔

অর্থ—তোমাদের ক্ষেত-খামারের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ কি? উহার চারা ও উৎপন্ন কি তোমরা সৃষ্টি করিয়া থাক, না—আমি সৃষ্টি করিয়া থাকি? (এই প্রশ্নের উত্তর অতি স্পষ্ট যে, একমাত্র আমিই ইহা জন্মাইয়া থাকি, যাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে) আমার ইচ্ছা হইলে আমি (শস্য নষ্ট করিয়া দিয়া উৎপন্ন হইতে বঞ্চিত করতঃ) শস্যকে খড়-কুটায় পরিণত করিয়া দিয়া থাকি, তখন তোমরা আক্ষেপ ও অনুতাপে জর্জরিত হইয়া যাও। (কিন্তু আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিবার কাহারও ক্ষমতা হয় না। ২৭ পাঃ ১৫ রুঃ)

প্রিয় পাঠক! বর্তমান যুগে মানব বিভিন্ন বিভাগীয় বিজ্ঞানে উন্নতি করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু তাহাদের হাতড়ানি শুধু পেটের ধান্ধা তথা পশুত্ব-স্বভাব চরিতার্থের উপরে নিবদ্ধ রাখে। এই ধান্ধা অনাবশ্যক বা মন্দ নয় বটে, কিন্তু এই ধান্ধার উপরই স্বীয় চেষ্টাকে নিবদ্ধ রাখা নির্বোধ পশুর স্বভাব হইতে পারে, কারণ তাহার কাঁধে কোন দায়িত্ব চাপান

নাই, পানাহারই তাহার লক্ষ্যের শেষ সীমা, কিন্তু মানব সেরূপ নয়, পানাহার শুধু তাহার জীবন ধারনের উদ্দেশ্যে। স্মরণ রাখিবেন এবং বুঝিয়া উপলব্ধি করিয়া লইবেন যে মানবের জীবন ধারণ পানাহারের উদ্দেশ্যে নহে। তাহার কাঁধে মস্ত বড় দায়িত্ব চাপান রহিয়াছে এবং তাহার সম্মুখে সেই দায়িত্ব পালনের হিসাব-নিকাশ ও ফলাফল ভোগের জন্য এমন এক জীবন রহিয়াছে যাহার অন্ত নাই—শেষ নাই।

তাহাকে স্বীয় সৃষ্টিকর্তার, পালনকর্তার খোঁজ ও পরিচয় লাভ করিতে হইবে, তাঁহার সঙ্গে স্বীয় সম্পর্কের তথ্য জ্ঞাত হইতে হইবে এবং সেই সম্পর্ক অনুপাতে কর্তব্য পালন করিয়া যাইতে হইবে। সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তার খোঁজ লাভ করার এবং তাঁহার সম্পর্কের তথ্য জ্ঞাত হওয়ার অভিজ্ঞান ও নিদর্শন এবং পরিচায়ক রূপে জগৎ ও বিশ্ব চরাচরের প্রতিটি বস্তুই দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কোন এক মণীষী কি সুন্দর বলিয়াছেন—

برگ درختان سبز در نظر هوشیار

هر ورقے دفتریست از معرفت کردگار

"এই বিশাল ভূমণ্ডলের আচ্ছাদক সবুজ সবুজ বৃক্ষরাজি, তৃণ-লতার পাতায় পাতায় সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার পরিচয় ও খোঁজের পথ বিদ্যমান রহিয়াছে, সৃষ্টিকর্তার পরিচয় দানে প্রত্যেকটি পাতাই যেন এক একটি বড় বড় গ্রন্থ।"

আরবী ভাষায় বিশ্ব-জগৎকে عالم "আলম" বলা হয়, বরং সৃষ্ট জগতের প্রতিটি শ্রেণী বা জাতিকেও "আলম" বলা হয়। "আলম" শব্দের আভিধানিক অর্থ নিদর্শন ও পরিচায়ক। বিশ্ব-জগৎ এবং প্রতিটি সৃষ্ট জাতি সৃষ্টিকর্তার পালনকর্তার পরিচয় দানের নিদর্শন ও পরিচায়ক, তাই এসবকে "আলম" বলা হইয়া থাকে। অতএব জাগতিক চীজ-বস্তু সম্বন্ধীয় সকল প্রকার বিজ্ঞানের শেরা বিজ্ঞান হইল সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তার পরিচয় দানে এবং তাঁহার সম্পর্কের জ্ঞান দানে সহায়ক ও সাহায্যকারী বিজ্ঞান।

ইমাম বোখারী (রঃ) কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় বিষয়াবলীর বর্ণনার পরিচ্ছেদে সর্বাগ্রে উক্ত আয়াতটি উল্লেখ করিয়া সতর্ক করিয়াছেন যে, কৃষি-বিজ্ঞানে অন্যান্য বিষয়াবলী ও তথ্য পর্য্যালোচনার পূর্বে ইহার দ্বারা সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভ কর, তাঁহার সম্পর্ক জ্ঞাত হও এবং সে অনুপাতে স্বীয় কর্তব্য নির্দ্ধারিত কর—ইহাই হইল কৃষি-বিজ্ঞানের সর্বপ্রধান পাঠ।

বৃক্ষ রোপণের ফজিলত

১১৩৮। হাদীছঃ— عن انس قال النبى صلى الله عليه وسلم

مَامِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْيَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ

اَوْبَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ ـ

অর্থ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কোন মুসলমান কোন বৃক্ষ রোপণ করিল বা বপণ করিল, অতঃপর উহা হইতে কোন পশু বা মানুষ কিছু অংশ খাইল তাহাতে ঐ ব্যক্তি দান-খয়রাত করার ছওয়ার লাভ করিবে।

লাঙ্গল-জোঁয়াল লোকদের মান নিম্নস্তরে নিয়া যায়

১১৩৯। হাদীছ ঃ— عن ابى امامة رضى الله تعالى عنه

وَرَاى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ اٰلَةِ الْحَرْثِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَدْخُلُ هٰذَا بَيْتَ قَوْمٍ اِلَّا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الذُّلَّ ـ

অর্থ—ছাহাবী আবু উমামা (রাঃ) কোথাও লাঙ্গল-জোঁয়াল দেখিতে পাইয়া বলিলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, এই জিনিষ যেই সব লোকদের ঘরে প্রবেশ করিবে আল্লাহ তায়ালার সাধারণ নিয়ম অনুসারে তাহাদের উপর সম্মানের লাঘব ও নীচতা নামিয়া আসিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—বস্তুনিচয়ের যেরূপ সৃষ্টিগত তাছীর ও প্রতিক্রিয়া আছে তদ্রূপ কার্য্যাবলী, বৃত্তি ও পেশা সমূহেরও স্বাভাবিক তাছীর-প্রতিক্রিয়া আছে। লাঙ্গল-জোঁয়াল, গরু-বলদ দ্বারা চাষাবাদের পেশায় স্বাভাবিক রূপেই এই তাছীর ও প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে যে, ঐ পেশাদারদের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং চিন্তাধারা (Mood of thought) নিম্ন পর্যায়ে চলিয়া আসে।

উহার কতিপয় বাহ্যিক কারণও রহিয়াছে, যথা—লাঙ্গল-জোঁয়ালের পেশাদারগণ সর্বদা এমন শ্রেণীর পরিশ্রমে ব্যাপৃত থাকে যাহাতে তাহাদের জ্ঞান-দর্শন উন্মেষের অবকাশ থাকে না, ফলে তাহাদের মানসিক উন্নতি হয় না। এমনকি সাধারণতঃ তাহারা নিজেদের কচি-কাঁচাদের মন-মগজও ঐ ছাচেই গড়িয়া তোলে, যদ্দরুণ জাতির একটি বিরাট অংশ পঙ্গু হইয়া যায়।

এতদ্ভিন্ন লাঙ্গল-জোঁয়ালের পেশাদারদের সর্বদা গরু-বলদের সাহচর্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, ফলে তাহাদের মানসিক মানের নিম্ন গতি না আসিয়া পারে না; তদুপরি গরু বলদের সাহচর্য্যতার প্রাকৃতিক তাছীর ও প্রতিক্রিয়া ত আছেই।

মোসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও উন্মেষের পেশা অবলম্বন করুক, এমনকি কৃষি কাজ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িলে তাহাও লাঙ্গল-জোঁয়াল, গরু বলদের মাধ্যমে না করিয়া উন্নত শ্রেণীর কৃষি অবলম্বন করুক—সেই উৎসাহ দানই এই হাদীছের উদ্দেশ্য। এস্থলে লাঙ্গল-জোঁয়ালের তথা গরু-বলদের সাহচর্যের পেশার প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে; কৃষির প্রতি নহে। এতদ্ভিন্ন এই হাদীছে একটি বাস্তব সত্যের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে মাত্র; গোনাহ্-ছওয়াব, জায়েয-নাজায়েয বা আবশ্যক অনাবশ্যকের কথা বলা হয় নাই এবং ইহাও ধ্রুব সত্য যে মান-মর্য্যাদা ভিন্ন কথা, আর প্রয়োজন ভিন্ন কথা। আবশ্যক বশতঃ তিক্ত

জিনিষ খাইলে উহা তিক্তই থাকিবে উহার তিক্ততার লাঘব হইবে না। বাধ্য হইলে তিক্ত জিনিষ গলাধঃ করিতে হয় এবং তিক্ততা ভোগও করিতে হয়।

বৃক্ষাদি বা বাগানের সেবার বিনিময়ে উৎপন্নের অংশে দেওয়া

১১৪০। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (মদীনাবাসী ছাহাবীগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট পূর্বে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা মদীনায় আগত মোহাজেরগণকে সাহায্য সহায়তা করিবেন। সেই পূর্ব প্রতিজ্ঞা পালনার্থে) মদীনাবাসী ছাহাবীগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, আমাদের সম্পত্তি খেজুর বাগান এবং জায়গা-জমিসমূহ আমাদের ও মোহাজের ভ্রাতাগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। নবী (দঃ) বলিলেন, বণ্টন করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই। তখন তাঁহারা বলিলেন, মোহাজেরগণ আমাদের বাগানের সেবা-শুশ্রষা করিবেন তৎপরিবর্তে তাঁহারা উৎপন্নের অংশীদার হইবেন—এই ব্যবস্থার উপর সকলে সম্মত হইলেন।

বর্গা প্রথা জায়েয

ছাহাবী ও তাবেয়ীগণ গরীবদেরকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ও নীতির উপর ভিত্তি করিয়া বর্গা প্রথা অবলম্বন করিতেন।

১১৪১। **হাদীছ ঃ**—তাবেয়ী আমর (রঃ) তাউস (রঃ) তাবেয়ীকে বলিলেন, আপনি স্বীয় জমিন বর্গা প্রথায় দিয়া থাকেন, ইহা পরিত্যাগ করিলে উত্তম হইত; লোক-মুখে জানা যায়, নবী (দঃ) বর্গা-ব্যবস্থাকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। এতশ্রবণে তাউস (রঃ) বলিলেন, বর্গা ব্যবস্থায় জমিন দানে আমার উদ্দেশ্য লোকদিগকে সাহায্য করা। আপনি যে নিষিদ্ধতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন সেই বিষয় আমি অভিজ্ঞ ও বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে এই বলিতে শুনিয়াছি যে, নবী (দঃ) বর্গা-ব্যবস্থাকে নিষিদ্ধ করেন নাই। তাঁহার (যেই বাক্যের দ্বারা ঐরূপ ধারণা হয় সেই বাক্যের মূল) উদ্দেশ্য এই যে, স্বীয় (অভাবগ্রস্ত) মোসলমান ভ্রাতাকে নিজের জমিন চাষ করার জন্য দিলে বিনিময় প্রথা অপেক্ষা বিনিময় ব্যতিরেকে সাহায্য স্বরূপ দেওয়া উত্তম ও শ্রেয়।

● তাউস (রাঃ) ইহাও বলিয়াছিলেন যে, ইয়ামান দেশে রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক প্রেরিত শাসনকর্তা ছাহাবী মোয়াজ ইবনে-জাবাল (রাঃ) প্রজাদের মধ্যে বর্গা ব্যবস্থা বলবৎ ও চালু রাখিয়াছিলেন। (ফতহুল বারী)

১১৪২। **হাদীছ ঃ**— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খয়বর দেশ জয় করার পর (তথাকার ভূমি ও জায়গা জমি নিজেদের মধ্যে ভাগ বণ্টন করিয়া লইলেন বটে, কিন্তু তথাকার বাসিন্দা ইহুদীদিগকে

শেষ পর্যন্ত উচ্ছেদ করেন নাই।) তথাকার বাসিন্দা ইহুদীদিগকে তথা হইতে তাড়াইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে তাহাদের অনুরোধ ও অভিপ্রায় অনুযায়ী তথায় তাহাদিগকে বসবাস করিতে দিলেন এবং জায়গা জমি বর্গা প্রথায় চাষাবাদ করার জন্য তাহাদিগকে প্রদান করিলেন। হযরতের জীবনকাল এবং আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতকাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই বলবৎ রহিল। (কিন্তু ইহুদীরা ইসলাম ও মোসলমানদের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কার্য্যাবলী হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারিল না, এমনকি সুযোগ প্রাপ্তে মুসলমানকে হত্যার চেষ্টা এবং গোপনে হত্যা করার বহু ঘটনাও তাহাদের দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকিত। ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালেও তাহাদের এই তৎপরতার ঘটনা প্রমাণিত হয় এবং তখন তিনি তাহাদিগকে তথা হইতে উচ্ছেদ করিয়া দেন)।

১১৪৩। **হাদীছ ঃ**—রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার চাচা যোহাইর (রাঃ) একদা আমাকে বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এমন একটি ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করিয়াছেন যাহা আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুকূল ছিল না। (কিন্তু শরীয়তের বিধান অনুসারে আমরা বিনা দ্বিধায় ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়াছি।) আমি বলিলাম, নিশ্চয়ই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশ-নিষেধ অলঙ্ঘনীয়।

অতঃপর ঘটনা ব্যক্ত করতঃ বলিলেন, একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা স্বীয় জায়গা-জমির ব্যবস্থা কিরূপ করিয়া থাক? আমি আরজ করিলাম, জমিনের (উত্তম ও ভাল অংশ যেমন) পানি প্রবাহিত হওয়ার নালার কিনারাবর্তী অংশের শস্য নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া বা নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য নিজেদের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া বাকি শস্যের বিনিময়ে চাষাবাদের জন্য অন্যকে জমি দিয়া থাকি। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, এই ব্যবস্থা নিষিদ্ধ, তোমরা এরূপ করিও না। হয়ত তোমরা নিজেরাই চাষাবাদ কর, কিংবা (শুদ্ধ ব্যবস্থায়) অন্যকে চাষাবাদ করিতে দাও; না হয় জমিকে চাষহীন রাখিয়া দাও। (কিন্তু শরীয়ত বিরোধী ব্যবস্থা অবলম্বন করিও না। "জমিকে চাষহীন রাখিয়া দাও" বাক্যটি শুধু রাগ প্রকাশার্থে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ উল্লিখিত পন্থাদ্বয় ছাড়া একমাত্র এই পন্থাই আছে, যাহা বস্তুতঃ নিতান্ত নিন্দনীয়।)

ইমাম বোখারী (রঃ) বরং তাঁহার পরবর্তী হাদীছ ও শরীয়ত বিশারদগণ উল্লিখিত হাদীছের নির্দেশিত বিধানের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—যেইরূপ ব্যবস্থায় কোন এক পক্ষের বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয় উহা নিষিদ্ধ। যেমন এক পক্ষ নির্দিষ্ট করিয়া লইল, আমাকে দশ মণ দিতে হইবে, অথচ সম্পূর্ণ জমির মোট উৎপন্ন ঐ দশ মণই হইতে পারে; এমতাবস্থায় অপরপক্ষ বঞ্চিত থাকিবে। কিম্বা এক পক্ষ নির্দিষ্ট অংশের উৎপন্নের শর্ত করিল, অথচ এরূপও হইতে পারে যে, অপরাপর অংশ সমূহের শস্য নষ্ট হইয়া যায় কিম্বা শুধু এই অংশের শস্য নষ্ট হইয়া যায়; এমতাবস্থায়ও এক পক্ষ বঞ্চিত থাকিবে, তাই এরূপ ব্যবস্থা সমূহ নিষিদ্ধ। কিন্তু মূল বর্গা-ব্যবস্থা নিষিদ্ধ নহে।

১১৪৪। **হাদীছ ঃ**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোসলমানগণ তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ ও অর্দ্ধাংশের বিনিময়-ব্যবস্থায় বর্গা দান করিয়া থাকিত। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন—

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

অর্থ—যাহার জমি আছে সে উহা নিজে চাষ করিবে কিম্বা অন্যকে সহায়তা স্বরূপ উহা চাষ করিতে দিবে। যদি তাহা করিতে না চায় তবে সে যেন স্বীয় জমি উঠাইয়া রাখে। (জমি কেহ অনাবাদ ফেলিয়া রাখিতে পারিবে না।)

১১৪৫। **হাদীছ ঃ**— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ـ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির জমি আছে সে উহা নিজে চাষ করিবে কিম্বা স্বীয় মোসলমান ভাইকে সহায়তা স্বরূপ চাষ করিতে দিবে। যদি সে উহাতে রাজি না হয় তবে সে যেন স্বীয় জমি উঠাইয়া রাখে।

ব্যাখ্যা ঃ—ইমাম বোখারী (রঃ) এই শ্রেণীর হাদীছ সমূহের ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, সহায়তা স্বরূপ অন্যকে জমি চাষ করিতে দেওয়ার পরামর্শ দান শুধুমাত্র সৌজন্যমূলক; বাধ্যতামূলক নহে এবং শরীয়ত সম্মতরূপে বর্গা দেওয়া নিষিদ্ধ নহে। ইমাম বোখারী (রঃ) এই ব্যাখার প্রমাণও উল্লেখ করিয়াছেন—

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلٰكِنْ

قَالَ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا ـ

অর্থাৎ—বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ঐ আকারের হাদীছ সমূহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উদ্দেশ্য বর্গা-ব্যবস্থাকে নাজায়েয ও নিষিদ্ধ করা নহে, বরং তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, স্বীয় মোসলমান ভ্রাতাকে জমি চাষ করিতে দিয়া তাহার নিকট হইতে নির্দ্ধারিত অংশ উসুল করা অপেক্ষা সহায়তা স্বরূপ তাহাকে চাষ করিতে দেওয়া অধিক উত্তম। (৩১৫ পৃঃ)

● ছাহাবা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম অনেকেই বর্গা ব্যবস্থায় জমি দান করিয়া থাকিতেন (৩১৩ ও ৩১৪ পৃঃ)। এমনকি জাতীয় কোষাগার বাইতুল-মালের স্বত্ব সরকারী

ও রাষ্ট্রীয় দখলের জমিও খলীফা—রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বর্গা-ব্যবস্থায় দান করা হইত। দ্বিতীয় খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফতকালে যখন সিরিয়া দেশ জয় করা হইল তখন ওমর (রাঃ) ঐ বস্তিসমূহ গণিমতের মালরূপে জেহাদকারী গাজিগণের মধ্যে বন্টন করিলেন না, বরং ঐ সব বস্তিসমূহ জাতীয়করণ করিয়া রাষ্ট্রিয় ও জাতীয় সম্পদরূপে রাখিয়া দিলেন (এবং উহা বস্তিবাসীদিগকে বর্গা-ব্যবস্থারূপে দান করিলেন।) অতঃপর বলিলেন, ভবিষ্যৎ মোসলেম সমাজের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করার প্রয়োজন না থাকিলে প্রত্যেক বিজিত দেশের সমুদয় এলাকা আমি গাজিদের মধ্যে গণিমতের মালের ন্যায় বন্টন করিয়া দিতাম। (৩১৪ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—জেহাদের ময়দানে যে সব অবস্থাবর ধন-সম্পদ হস্তগত হয় উহা গণিমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গণ্য হয়। উহার চার পঞ্চমাংশ গাজিদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতে হয়, এক অংশ বাইতুল মালে তথা সরকারী ধন-ভাণ্ডারে রক্ষিত রাখিতে হয়। কিন্তু বিজিত দেশের স্থাবর সম্পত্তি অর্থাৎ ভূমি ও জায়গা জমি গণিমত গণ্য হয় না। উহা খলীফাতুল-মোসলেমীনের বিবেচনাধীন থাকে জাতীয় সম্পদরূপে রাষ্ট্রায়ত্ব করিয়া, এমনকি ওয়াকফরূপেও রাখিতে পারেন এবং প্রয়োজন বোধে গাজিদের মধ্যে বন্টনও করিতে পারেন; ইহা খলীফার এখতিয়ার, কিন্তু খলীফার ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে নয়, জাতীয় আমানতরূপে।

১১৪৬। হাদীছ ঃ—নাফে (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলে, খলীফা ওসমানের আমলে এবং মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাসন আমলের প্রথম দিক পর্যন্ত বর্গা-প্রথায় জমি দিয়া থাকিতেন। অতঃপর রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) ছাহাবীর নামে এরূপ বর্ণনা শুনা গেল যে, নবী (দঃ) বর্গা প্রদানে নিষেধ করিয়াছেন। তাই আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) ছাহাবীর নিকট গেলেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে গেলাম। রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, নবী (দঃ) বর্গা-প্রথায় জমি দানে নিষেধ করিয়াছেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি নিশ্চয় জানেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলের প্রথম দিকে আমরা নালার কিনারা (তথা নির্দ্ধারিত) স্থানের ফসল এবং খরের নির্দ্ধারিত অংশের বিনিময়ে বর্গা দিয়া থাকিতাম। অর্থাৎ হযরতের নিষেধাজ্ঞা সেই রীতির প্রতিই।

১১৪৭। হাদীছ ঃ—সালেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি ভালভাবেই জ্ঞাত ছিলাম যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলে অবশ্যই জমি বর্গায় দেওয়া হইত। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এই আশঙ্কা বোধ করিলেন যে, হয়ত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই ব্যাপারে কোন নূতন নির্দেশ দিয়াছিলেন যাহা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) জানিতে পারেন নাই। এতটুকু মাত্র আশঙ্কা বোধে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) জমি বর্গা দেওয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা :—বর্গা-প্রথা জায়েয হওয়া সম্পর্কে ফতওয়া এবং অধিকাংশ ইমামগণের মত স্বপক্ষেই রহিয়াছে। অবশ্য সতর্কতামূলকভাবে তাকওয়া ও পরহেজগারী অবলম্বন করা উত্তমই হইবে; যেরূপ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) করিয়াছেন। ইমাম আবু হানীফা (রঃ)ও বর্গা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করিতেন।

টাকা-পয়সার বিনিময়ে জমি কেরায়া দেওয়া

১১৪৮। হাদীছ :—হান্‌জালা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার দুই চাচা আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় জমির নির্দিষ্ট অংশের শস্য বা ঐ জমির উৎপন্নের নির্দিষ্ট পরিমাণ (যেমন—দশ মণ) শস্যের বিনিময়ে জমি বর্গা দিয়া থাকিতেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ ব্যবস্থাকে নিষেধ করিয়া দিলেন। *

হান্‌জালা (রাঃ) বলেন, তখন আমি রাফে রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, টাকা-পয়সার বিনিময়ে জমি চাষ করিতে দেওয়া কিরূপ? তিনি বলিলেন, টাকা-পয়সার বিনিময়ে জমি চাষ করিতে দেওয়া দোষণীয় নহে।

জমিনের নির্দিষ্ট স্থানের শস্যের শর্তে বর্গা শুদ্ধ নহে

১১৪৯। হাদীছ :—রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনাবাসীদের মধ্যে আমরা সর্বাধিক জমিনের মালিক ছিলাম। আমরা বহু জমি বর্গা দিয়া থাকিতাম। আমাদের বর্গার নিয়ম এই ছিল যে, জমিনের নির্দিষ্ট অংশের শস্য জমিনের মালিক পাইবে, বাকি অংশের শস্য বর্গাদার পাইবে। কোন সময় সেই নির্দিষ্ট অংশে শস্য হইত, বাকি অংশের শস্য নষ্ট হইয়া যাইত, আবার কোন সময় নির্দিষ্ট অংশের শস্য নষ্ট হইয়া যাইত, বাকি অংশের শস্য ভাল থাকিত। (তাই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তরফ হইতে) আমাদিগকে ঐ প্রথার বর্গা নিষেধ করা হইল। স্বর্ণ-রৌপ্যের (মুদ্রার) বিনিময়ে জমিন কেরায়া দেওয়া (জায়েয বটে, কিন্তু) সেই যমানায় ঐরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল না। (৩২৩ পৃঃ)

উৎপন্নের অংশের বিনিময়ে বর্গা বা ক্ষেতের কাজ করা

● কায়েস ইবনে মোসলেম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনাস্থিত প্রত্যেক মোহাজের তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশের উপর বর্গা লইয়া থাকিতেন। ● ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বিভিন্ন ব্যক্তিকে এই ব্যবস্থায় বর্গা দিয়া থাকিতেন যে, তিনি বীজ দান করিলে শস্যের অর্দ্ধাংশ লইবেন এবং বর্গাদার বীজ দান করিলে (অর্দ্ধ হইতে কম) এত অংশ

---

* যদি কোন বস্তু, এমনকি ধান, পাট, গম, যব ইত্যাদি শস্য-জাতীয় জিনিস নির্দিষ্ট পরিমাণের বিনিময়ে জমি চাষ করিতে দেওয়া হয়, কিন্তু ঐ জমির উৎপন্ন হিসাবে নহে, বরং টাকা-পয়সার ন্যায় জমির কেরায়া হিসাবে নির্দ্ধারিত করা হয়, তবে উহা জায়েয হইবে। (মোছাওয়া শহরে মোয়াত্তা)

লইবেন। ● বিশিষ্ট তাবেয়ী হাসান বছরী (রঃ) ও ইমাম যুহরী (রঃ) বলিয়াছেন, কাহারও জমি অন্যকে এই শর্তে দেওয়া যে, সমুদয় খরচ উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হইবে—ইহা জায়েয। ● হাসান বছরী (রঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, অর্ধাংশের বিনিময়ে গাছের তুলা চয়ন ও সংগ্রহ করা জায়েয আছে। ● ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ), ইবনে সীরীন (রঃ), আতা (রঃ), হাকাম (রঃ), যুহরী (রঃ), কাতাদাহ (রঃ) প্রমুখ তাবেয়ীগণ বলিয়াছেন, তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশের বিনিময়ে নিজ তুলা অন্যকে কাপড় বুননের জন্য দেওয়া জায়েয আছে। ● বিশিষ্ট ইমাম মা'মার ইবনে রাশেদ (রঃ) বলিয়াছেন, স্বীয় শস্য ইত্যাদি স্থানান্তরিত করার জন্য উহার তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশের বিনিময়ে অপরের পশু কেরায়া করা জায়েয আছে।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লিখিত শেষ তিনটি বিষয় একটি প্রসিদ্ধ মছআলাহ অন্তর্ভুক্ত—উহা এই যে, কোন বস্তু সম্পর্কীয় কার্যে এইরূপে মজুর নিয়োগ করা যে, প্রত্যেক মজুর ঐ বস্তুর হইতেই স্বীয় শ্রমে আহরিত পরিমাণের নির্দিষ্ট অংশ মজুরীরূপে পাইবে, যাহার মোট পরিমাণ মজুর নিয়োগের কথাবার্তায় নির্দিষ্ট হয় না। যেরূপ বর্তমানে ধান কাটা, মরিচ তোলা ইত্যাদি কার্যে এই ব্যবস্থাই প্রচলিত আছে।

মজুরের মজুরী পূর্বাহ্নে নির্দিষ্টরূপে নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক, অথচ উল্লিখিত ব্যবস্থায় অংশ নির্দ্ধারিত আছে; সর্বমোট পরিমাণ নিয়োগকালে নির্দ্ধারিত হয় নাই, তাই ঐরূপ ব্যবস্থা শরীয়ত মতে শুদ্ধ, না—অশুদ্ধ সে বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফা (রঃ), ইমাম শাফেয়ী (রঃ) ইমাম মালেক (রঃ) প্রমুখ ইমামগণ ঐ ব্যবস্থাকে অশুদ্ধ বলেন। ইমাম আহমদ (রঃ) এবং উপরোল্লিখিত তাবেয়ীগণ এই ব্যবস্থাকে শুদ্ধ বলিয়াছেন।

যত দিন আল্লাহ রাখেন তত দিনের জন্য বর্গা

অর্থাৎ যদি বর্গা সম্পাদনে নির্দ্ধারিত সময়ের চুক্তি করা না হয়, বরং বলা হয়, যত দিন আল্লাহ রাখেন তত দিন তোমাকে রাখিব; তবে এক বৎসরের অধিক বাধ্যতামূলক হইবে না, উভয়ের সম্মতি সাপেক্ষ হইবে। যেরূপ—যদি বলে, যখন আমার ইচ্ছা উচ্ছেদ করিয়া দিব। বস্তুতঃ প্রথম বাক্যের অর্থও ইহাই।

১১৫০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) কে খয়বরবাসীদের কেহ গৃহের ছাদ হইতে ফেলিয়া দিয়াছিল যাহাতে তাঁহার পায়ের জোড়া স্খলিত হইয়া গিয়াছিল। তখন খলীফা ওমর (রাঃ) বিশেষ ভাষণ দানে বলিলেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খয়বরের ইহুদীদিগকে তাহাদের জায়গা-জমির উপর বর্গাদাররূপে অবস্থিত রাখিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, যত দিন আল্লাহ রাখেন ততদিনই আমরা তোমদিগকে রাখিব। এখন একটি ঘটনা ঘটিয়াছে যে, ওমরের পুত্র আবদুল্লাহ খয়বরস্থিত তাহার বাগান ও জমি দেখার জন্য তথায় গিয়াছিল, রাত্রিবেলা সে গৃহের ছাদের উপর শুইয়াছিল; ঘুমন্ত অবস্থায় তাহাকে কেহ ছাদের উপর হইতে নীচে ফেলিয়া দিয়াছে যাহাতে তাহার উভয় হাত ও পা-এর জোড়া স্খলিত হইয়া গিয়াছে। খয়বরের ইহুদী সম্প্রদায়

ছাড়া তথায় কেহ আমাদের শত্রু নাই; তাহাদের উপরই আমাদের দাবী ও সন্দেহ। আমি সিদ্ধান্ত নিয়াছি ইহুদীদেরকে খয়বর হইতে বহিষ্কৃত করার।

খলীফা ওমর (রাঃ) যখন এই সিদ্ধান্তের উপর দৃঢ় হইয়া গেলেন তখন এক বিশিষ্ট ইহুদী ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আমীরুল-মোমেনীন! আমাদেরে বহিস্কার কিরূপে করিতে পারেন? আমাদেরকে ত স্বয়ং মোহাম্মদ (দঃ) আমাদের জায়গা জমির উপর আমাদের সঙ্গে বর্গা সম্পাদন করিয়াছেন! খলীফা ওমর (রাঃ) উত্তরে তাহাকে বলিলেন, তুমি মনে কর, আমি ভুলিয়া গিয়াছি ঐ কথা যাহা তোমাকেই লক্ষ্য করিয়া নবী (দঃ) বলিয়াছিলেন—"কি অবস্থা হইবে তোমার যখন তুমি খয়বর হইতে বহিষ্কৃত হইবে; তোমার উট তোমাকে বহন করিয়া রাত্রির পর রাত্রি চলিতে থাকিবে।" ইহুদী ব্যক্তি বলিল, ইহা ত তাঁহার কৌতুকরূপী কথা ছিল। খলীফা ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি মিথ্যাবাদী খোদার দুশমন! (ইহা তোমাদের বহিষ্কারের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল—যাহা আমি বাস্তবায়িত করিব।) শেষ পর্যন্ত খলীফা ওমর (রাঃ) ইহুদীদেরকে খয়বর হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। জায়গা-জমি বাগ-বাগিচার বর্গা হিসাবে উহার উৎপন্নে তাহাদের প্রাপ্য যে অংশ ছিল উহার বিনিময়ে নগদ টাকা, উট, উটের পিঠে বিছাইবার গদী এবং উহা বাঁধিবার দড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিস দিয়া দিলেন যাহা দ্বারা তাহারা খয়বর হইতে সিরিয়ায় পৌছিতে পারে। (৩৭৭ পৃঃ)

ব্যাখ্যা :—মদীনায় ইহুদী সম্প্রদায় প্রবল ছিল; নবী (দঃ) তাহাদের সঙ্গে সহ-অবস্থানের শান্তি চুক্তি সম্পাদন করিয়া তাহাদের প্রতি সর্ব প্রকারে সৌজন্যের হস্ত সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা ইহার মর্য্যাদা মোটেই রক্ষা করে নাই। মোসলমানদের প্রতি ইহুদীদের সেই ঘোর শত্রুতার খবর স্বয়ং আলেমুল-গায়েব আল্লাহ তায়ালা দিয়াছেন (পবিত্র কোরআন ৬ পারা শেষ আয়াত দ্রষ্টব্য)। বনু-নজীর ও বনু-কোরায়জার ইতিহাস এবং কায়াব ইবনে আশরাফ ও আবু রাফে ইত্যাদি ব্যক্তিদের ঘটনাবলী সেই শত্রুতা বাস্তবায়নের অত্যন্ত হৃদয়বিদারক বৃত্তান্ত (তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

মদীনায় সর্বপ্রথম যাহাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান চালাইতে হয় তাহারা ছিল ইহুদীদের বনু-নজীর গোত্র। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের প্রতি অভিযান চালাইয়া তাহাদেরে পরাজিত করিলেন। ঐ অবস্থায়ও এবং তাহারা ইসলাম গ্রহণ না করা সত্বেও নবী (দঃ) তাহাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিলেন যে, একটি লোককেও প্রাণে মারিলেন না; অবশ্য মোসলমানদের কেন্দ্রীয় শহর মদীনা হইতে এই শ্রেণীর বিদ্রোহীদের অপসারণ জরুরী হওয়ায় মদীনা হইতে প্রায় ২০০ মাইল দূরে খয়বর এলাকায় তাহাদেরে স্থানান্তরিত করিলেন। ইহা হিজরী দ্বিতীয় সনের ঘটনা।

মদীনা হইতে বহিষ্কৃত ইহুদীরা খয়বরে থাকিয়াও অন্তর হইতে মোসলেম-বিদ্বেষী স্বভাব দূর করিল না। তাহারা তথায় তাহাদের স্বজাতিদের মিলনে অধিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া খয়বরকে মোসলমানদের শত্রুতার দুর্গরূপে গড়িল। সপ্তম হিজরীতে হযরত (দঃ)

খয়বরের প্রতি অভিযান চালাইতে বাধ্য হইলেন। খয়বরের পতন হইল। এইবারও হযরত (দঃ) তাহাদিগকে তথা হইতে বহিষ্কার করার ইচ্ছা করিলেন। তথাকার ইহুদীরা হযরত (দঃ)-এর নিকট দরখাস্ত করিল, আমাদিগকে বহিষ্কার করিবেন না; আমাদের জায়গা-জমি, বাগ-বাগিচা সবই আপনাদের মালিকানাভুক্ত থাকিবে; আমরা বর্গাভাগী হিসাবে উহার চাষাবাদ করিয়া যাইব। হযরত (দঃ) তাহাদের দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন; হযরত (দঃ) ভাবিলেন, তাহাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিলে তাহাদের স্বভাবের পরিবর্তন ঘটিবে। কিন্তু কয়লা শতবার দুধ দ্বারা ধুইলেও উহার কালিমা দূর হইবার নয়; তদ্রূপ ইহুদীদের সর্বরকম বিপর্যয়েও মোসলেম-বিদ্বেষের কালিমা তাহাদের অন্তর হইতে দূর হইল না। খয়বর যুদ্ধে পর্যুদস্ত ইহুদীরাই রসুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রাণে বধ করার ষড়যন্ত্র করিল। তাহারা হযরত (দঃ)কে দাওয়াত করিল; হযরত (দঃ) তাহাদের প্রতি উদারতা প্রকাশার্থে তাহাদের দাওয়াত গ্রহণ করিলেন। সেই দাওয়াতের খাদ্যে তাহারা বিষ মিশ্রিত করিয়া দিল এবং ধরাও পড়িল; হযরত (দঃ) তাহাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিলেন। তারপরও তাহাদের শত্রুতা দস্তুর মতে চলিতেই লাগিল। এখন তাহারা গুপ্ত হত্যা চালাইল। তাহাদের এলাকায় কোন মোসলমানকে একা পাইলেই তাঁহাকে হত্যা করিত। হযরতের সময়েই বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে সাহল (রাঃ)কে একা পাইয়া তাঁহাকে জবাই করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাদের এই গুপ্ত হত্যার কাজ সুদীর্ঘকাল চলিল, এমনকি খলীফা ওমরের শাসন আমলে স্বয়ং খলীফা তথা প্রেসিডেন্ট ওমরের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) একদা স্বীয় জায়গা জমি দেখার জন্য খয়বরে গেলেন। গরমের দিন রাত্রিবেলা তিনি এক গৃহছাদের উপর শুইয়াছিলেন। ইহুদীরা তাঁহাকে মারিয়া ফেলার জন্য ঘুমন্ত অবস্থায় ধাক্কা দিয়া নীচে ফেলিয়া দিল। তিনি অস্বাভাবিকরূপে প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাহার হাত পা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

খয়বরের ইহুদীদের দুঃসাহস এইরূপে চরমে পৌছিয়া গেলে খলীফা ওমর (রাঃ) তাহাদেরে আরও দূরে দেশান্তরিত করার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় স্থানান্তরিত করিলেন।

ইহুদী সম্প্রদায় বনু-নজীরকে প্রথমবার স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) মদীনা হইতে বহিস্কৃত করিয়াছিলেন। তখন পবিত্র কোরআন নাযেল হওয়ার আমল ছিল। উক্ত ঘটনার উল্লেখ পবিত্র কোরআনে স্থান লাভ করিয়াছে (২৮ পারা ছুরা হাশর দ্রষ্টব্য)। সেই ইহুদী সম্প্রদায়কেই দ্বিতীয়বার খলীফা ওমর (রাঃ) খয়বর হইতে বহিস্কৃত করিয়াছিলেন; তখন কোরআন নাযেল হওয়া বন্ধ; তাই উহার উল্লেখ কোরআনে স্পষ্টরূপে নাই বটে, কিন্তু প্রথমবারের ঘটনার উল্লেখে উহাকে "প্রথম বহিষ্কার" বলিয়া পরবর্তী বহিষ্কারের ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে—যাহার বাস্তবায়ন ওমর (রাঃ) করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন হযরত (দঃ)ও এই পরবর্তী বহিষ্কারের ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছিলেন—যাহার বর্ণনা ওমর (রাঃ) দিয়াছেন।

বেহেশতে যাইয়া জমি চাষ করার ঘটনা

১১৫১। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) একদা বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করিতেছিলেন, তাঁহার নিকট এক বেদুঈন উপস্থিত ছিল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই ঘটনা বর্ণনা করিলেন যে, বেহেশতবাসী এক ব্যক্তি একদা স্বীয় পরওয়ারদেগার সমীপে কৃষিকার্য্যের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবে। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তুমি স্বীয় সমুদয় ইচ্ছা ও আশা-আকাঙ্খাকে উপস্থিত পাইতেছ নয় কি? (এমতাবস্থায় তোমার কৃষিকার্য্যের আবশ্যক কি?) সেই ব্যক্তি বলিবে, আমি সব কিছুই পাইতেছি বটে, কিন্তু কৃষিকার্য্য করার অভিলাষ আমার জন্মিয়াছে। সেই ব্যক্তি জমিনে বীজ বপন করিবে। চোখের পলক অপেক্ষা দ্রুত বীজ হইতে চারা জন্মিয়া, গাছ বড় হইয়া শস্য পাকিয়া ও প্রস্তুত হইয়া পাহাড় পরিমাণ স্তূপ হইয়া যাইবে। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, হে আদমজাত! এই লও—তোমার অভিলাষ! তোমার আকাঙ্খার সমাপ্তি হয় না।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটস্থ বেদুঈনটি বলিয়া উঠিল—ঐ ব্যক্তি মক্কা হইতে আগত (কৃষিকার্য্যে লিপ্ত) মোহাজের বা মদীনাবাসী হইবেন; তাঁহারাই কৃষিকার্য্যে অভ্যস্ত। বেদুঈনরা কৃষিকর্মে অভ্যস্ত নয়। এতচ্ছ্রবণে নবী (দঃ) হাসিলেন।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● শস্য-ফসলের হেফাজতে কুকুরকে কাজে লাগান জায়েয আছে (৩১২ পৃঃ)।

● বর্গার চুক্তি কত বৎসরের জন্য করা যাইতেছে তাহা নির্দ্ধারিত না করিলেও বর্গা শুদ্ধ হয়, (কিন্তু উহা শুধু এক বৎসরের জন্য বাধ্যতামূলক হয়, তারপর উভয়ের সম্মতি সাপেক্ষ (৩১৩ পৃঃ)।

● অমোসলেমকে বর্গা দেওয়া জায়েয (ঐ)। ● কোন ব্যক্তি অন্যের বীজ তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে তাহারই উপকারার্থে বপন করিয়াছে, সে ক্ষেত্রে লাভ হইলে তাহা বীজের মালিকের হইবে (৩১৩ পৃঃ। অবশ্য জমিওয়ালা জমির কেরায়া রাখিতে পারিবে।) আর যদি বীজের ক্ষতি হইয়া যায় তবে ঐ বপনকারী ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য থাকিবে।

অনাবাদ ভূমিকে যে আবাদ করিবে

মছআলাহ ঃ—যে ভূমি কাহারও মালিকানাভুক্ত নহে এবং উহাতে পানির কোন প্রকার ব্যবস্থা না থাকায় বা অতিরিক্ত পানির কারণে বা যে কোন কারণে অনাবাদ পড়িয়া আছে, কোন ব্যক্তি উহা আবাদ করিলে সেই ব্যক্তি উহার মালিক সাব্যস্ত হইবে। কিন্তু এই বিষয়ে দুইটি শর্ত আছে, প্রথম—ঐ ভূমি এমন স্থানে অবস্থিত না হয় যাহার সঙ্গে সর্বসাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আছে, দ্বিতীয়, রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধির অনুমতি প্রাপ্তে আবাদ করিতে হইবে।

● আলী (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে তাঁহার রাজধানী কুফা নগরী হইতে দূরে অবস্থিত অনাবাদ ভূমিসমূহে ঐরূপ ব্যবস্থার স্বীকৃতি দান করিয়াছিলেন।

● ওমর (রাঃ)ও স্বীয় খেলাফতকালে ঐ ব্যবস্থার স্বীকৃতি দান করিয়াছিলেন।

● আমর ইবনে আউফ (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি অনাবাদ জমি আবাদ করিবে যদি পূর্ব হইতে ঐ জমির উপর কাহারও কোন স্বত্ব না থাকে তবে ঐ আবাদকারীই উহার মালিক হইবে, অন্য ব্যক্তি ঐ জমি দখল করিতে চাহিলে তাহাকে অত্যাচারী ও অন্যায়কারী সাব্যস্ত করা হইবে; তাহাকে সেই স্থানে হক দেওয়া হইবে না।

● জাবের (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন অনাবাদ জমিকে আবাদ করিবে সেই জমিতে তাহারই স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সেই ব্যক্তি এই কার্য্যের ছওয়াবও লাভ করিবে। উহা আবাদ করতঃ উহাতে রোপিত বৃক্ষাদির ফল যাহা পশু-পক্ষী ভক্ষণ করিবে তাহা ঐ ব্যক্তির পক্ষে ছদকা—দান খয়রাত গণ্য হইবে।

১১৫২। হাদীছঃ— عن عائشة (رض) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق.

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অনাবাদ ভূমি আবাদ করিবে যাহা কাহারও মালিকানায় নহে, সেই ব্যক্তি ঐ ভূমির হকদার—মালিক সাব্যস্ত হইবে। (৩১৪ পৃঃ)

সেচ ও পানি সম্পর্কীয় বিষয়ের বিবরণ

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—وجعلنا من الماء كل شئ حى

যাহারা কাফের—যাহারা সঠিকরূপে আল্লাহ তায়ালার একত্ব প্রভুত্ব অবলম্বন করে না তাহাদের প্রতি তিরস্কার করতঃ তাহাদের চোখে অঙ্গুলি দিয়া আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অসীম কুদরতের নিদর্শন দেখাইয়া বলেন—"(বিশ্ব জগতের অগণিত) জীবন্ত বস্তুসমূহের প্রতিটি বস্তুকে আমি পানির দ্বারা সৃষ্টি ও উহার অস্তিত্ব বজায় থাকার ব্যবস্থা করিয়াছি। (আমার অবিমিশ্র একনায়কত্ব অসীম কুদরতের এরূপ নিদর্শনসমূহ তাহারা স্বচক্ষে দেখিতেছে,) তবে কেন তাহারা (আমার একত্বের স্বীকারোক্তি এবং আমার প্রভুত্ব ও আনুগত্য গ্রহণ পূর্বক) ঈমান আনিতেছে না"? (১৭ পাঃ ৩ রুঃ)।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

افرءيتم الماء الذى تشربون - ءانتم انزلتموه.....

অর্থ—তোমরা পানি সম্পর্কে লক্ষ্য করিয়াছ কি? যে পানি তোমরা (জীবন ধারণের জন্য) পান করিয়া থাক (এবং যেই পানির বারিপাতের উপর সৃষ্ট জগতের অস্তিত্ব নির্ভর করে—) মেঘমালা হইতে সেই পানি তোমরা বর্ষণ করিয়া থাক, না—আমি বর্ষণ করি? (এই প্রশ্নের উত্তর সুস্পষ্ট যে, আমিই উহা বর্ষণ করিয়া থাকি। অতঃপর ইহাও লক্ষ্য কর যে, আমি ঐ পানিকে তোমাদের ব্যবহারোপযোগী মিষ্টি পানিরূপে বর্ষণ করি;) আমি যদি ইচ্ছা করি তবে ঐ পানিকে ব্যবহারে অনুপযোগী লোনা পানিতে পরিণত করিয়া দিতে পারি। (বাধা দেয়ার সাধ্য কাহারও নাই, যেরূপ সমুদ্রের সমুদয় পানিকে আমি লোনা করিয়া রাখিয়াছি। আমার এ সমস্ত নেয়ামতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া খাঁটি ও পূর্ণরূপে) আমার প্রতি কেন কৃতজ্ঞ হও না? (২৭ পাঃ ১৫ রুঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—বৈজ্ঞানিকগণ পানি সম্পর্কে কত গবেষণাই না করিয়া থাকে! কিন্তু যাহারা উল্লিখিত বিষয় সমূহে গবেষণা করিয়া স্বীয় সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা আল্লাহ তায়ালার খোঁজ ও পরিচয় লাভ করতঃ অসীম অতুলনীয় কৃপা ও করুণা জ্ঞাত হইয়া স্বীয় কর্তব্য নির্দ্ধারণ ও পালন না করে বস্তুতঃ তাহারা পানি সম্পর্কীয় বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ হইতেই অজ্ঞ ও অন্ধ।

পানির সত্বাধিকারী স্বীয় প্রয়োজনে অগ্রগণ্য

ব্যাখ্যা ঃ—ব্যক্তিগত সত্বাধিকারের পানি দুই প্রকার।

প্রথম—যে পানি কোন বড় বা ছোট পাত্র ইত্যাদিতে ব্যক্তিগত পরিশ্রম বা ব্যয় বহনে সংরক্ষিত হইয়াছে; এইরূপ পানির মালিক ও স্বত্বাধিকারী একমাত্র সংরক্ষণকারীই সাব্যস্ত হইবে, উহাতে অন্য কাহারও স্বত্ব থাকিবে না।

দ্বিতীয়—যে পানি ব্যক্তিগত পরিশ্রম ও ব্যয়-বহনে পাত্র ইত্যাদিতে সংরক্ষিত হয় নাই, বরং প্রাকৃতিকরূপে এক স্থানে জমা হয়, কিন্তু পানির সেই স্থান ব্যক্তিগত স্বত্ব এবং মালিকানাভুক্ত—কূপ, পুকুর, দীঘি ইত্যাদি। এইরূপ পানির উপর মালিকের এমন অধিকার নাই যে, সে মানুষকে বা পশুপালকে সেই পানি পান করা হইতে বঞ্চিত রাখিতে পারে। এমনকি—যদি মালিক স্বীয় এই অধিকার খাটাইতে চায় যে, পানি হইতে কাহাকেও নিষেধ করি না, কিন্তু আমার এলাকায় ও জমিনে অন্যকে যাতায়াত করিতে দিব না। এমতাবস্থায় যদি নিকটবর্তী এলাকার মধ্যে ঐ কূপ বা পুকুর ভিন্ন পানি পানের অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকে তবে মালিককে বলা হইবে যে, এই পানি তোমার এলাকার বাহিরে পৌছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা কর, নতুবা ঐ ব্যক্তিকে পানি নিয়া যাওয়ার অনুমতি দাও। অবশ্য যাতায়াতের দ্বারা কূপ বা পুকুরের ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না, নতুবা মালিক বাধাদান করিতে পারিবে। মোট কথা এই যে, কূপ, পুকুর ইত্যাদি যদিও মালিকানাভুক্ত হয় তবুও উহার পানি পান করার অধিকার অন্য সকলের থাকিবে। হাঁ—নদী-নালার পানির ন্যায় ঐ পানির দ্বারা ক্ষেত-খোলা, বাগ-বাগিচা সেচনের অধিকার মালিক ভিন্ন অন্য কাহারও থাকিবে না।

এই দ্বিতীয় প্রকারের পানি সম্পর্কেই বলা হইতেছে যে, মালিক অগ্রাধিকারী গণ্য হইবে। অর্থাৎ অন্য লোকের পশুপালের পানি পান করার অধিকার ঐ পানির উপর আছে বটে, কিন্তু মালিকের প্রয়োজন পূর্ণ করার পর যে পানি থাকিবে সেই পানির মধ্যে অন্য লোকের পান করার অধিকার থাকিবে। মালিকের প্রয়োজন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অন্যের অধিকার স্থাপিত হইবে না। এমনকি, যদি অন্য লোক বা অন্যের পশুপালের এত ভিড় হয় যে, কূপ বা পুকুর শুষ্ক হইয়া যাওয়ার আশংকা হয় তবে মালিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে।

পশুপালের খাদ্য ঘাস-পাতার মছআলাও পানির মছআলার অনুরূপ—উহাও তিন প্রকার। (১) মালিকানা স্বত্বহীন জমির উপর স্বয়ং উদ্ভিদজাত ঘাস নদী-নালা সমুদ্র ইত্যাদির পানির ন্যায়; উহার উপর সকলের সমান অধিকার থাকে—কেহ কাহাকে বাধা দিতে পারে না। (২) মালিকানাধীন জমির উপর স্বয়ং উদ্ভিদজাত ঘাস-পাতা—ইহা কূপ, পুকুর দীঘি ইত্যাদির পানির ন্যায়; জমির মালিকের প্রয়োজনাতিরিক্ত যাহা থাকিবে উহার উপর অন্য লোকের অধিকার থাকে, অবশ্য তাহার জমিনের কোন প্রকার ক্ষতি সাধনে সে বাধা দান করিতে পারে। (৩) স্বীয় জমিনে বপনকৃত বা স্বীয় পরিশ্রমে বা ব্যয়-বহনে সংগৃহীত ঘাস-পাতা, ইহা পাত্রে সংরক্ষিত পানির ন্যায়; ইহাতে কাহারও অধিকার নাই।

মছআলাহ ঃ—পানির কূপ, পুকুর ইত্যাদি যদিও সাধারণতঃ বিপদ সঙ্কুল বটে, কিন্তু নিজ স্বত্বের ভূমিতে উহা খননের অধিকার আছে, এমনকি যদি উহাতে পতিত হইয়া কেহ মারা যায় তাহার জন্য মালিক দায়ী হইবে না। (৩১৭ পৃঃ)

১১৫৩। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَاءُ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (যেই ঘাসের উপর অন্য লোকের অধিকার থাকে সেই ঘাসের নিকটবর্তী স্থানে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কূপ বা পুকুর থাকিলে সেই) ঘাস হইতে বঞ্চিত রাখার উদ্দেশ্যে পানির স্বীয় প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশকে নিষিদ্ধ করার অধিকার নাই।

আবশ্যকাতিরিক্ত পানি হইতে পথিককে বঞ্চিত করা

১১৫৪। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তিন প্রকার মানুষ আছে যাহাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের ভীষণ কঠিন দিনে দৃষ্টিপাত (অনুগ্রহ) করিবেন না, (তাহাদের গোনাহ মাফ করিয়া) তাহাদিগকে পাক পবিত্র (করতঃ বেহেশত লাভের সুযোগ দান) করিবেন না এবং ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (১) ঐ ব্যক্তি যাহার

মালিকানায় পথিমধ্যে তাহার নিজ আবশ্যকাতিরিক্ত পানির ব্যবস্থা আছে, সে পথিকদিগকে ঐ পানি ব্যবহার করিতে দেয় না। (কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, যেই পানি তুমি সৃষ্টি করিয়াছিলে না—সেই পানির অতিরিক্ত অংশ হইতে তুমি অন্যকে বঞ্চিত রাখিয়াছিলে; তদ্রূপ আজ তুমি আমার কৃপা হইতে বঞ্চিত থাকিবে)। ঐ ব্যক্তি—যে কোন নেতা বা শাসনকর্তার আনুগত্য বা সমর্থন (নিঃস্বার্থরূপে আদর্শ ভিত্তিক না করিয়া) দুনিয়ার স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে করিয়া থাকে, পরে যদি সেই স্বার্থ সিদ্ধ হয় তবে সমর্থন বহাল রাখে, নতুবা বিদ্রোহী হইয়া বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। (৩) ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় বিক্রয় বস্তু বিক্রি করার জন্য উপস্থিত করিয়াছে, (সে এত বড় দুরাচার যে,) আছরের নামাজের পর (—যে সময়টি বিশেষ ফজিলতের সময়; সেই মোবারক সময়ের মধ্যে বিনা দ্বিধায়) এরূপ মিথ্যা শপথ করে যে, যেই আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই তাঁহার কসম খাইয়া বলিতেছি, এই বস্তুটির এত টাকা মূল্য বলা হইয়াছে; (বস্তুতঃ তাহার ঐ বস্তুর তত টাকা মূল্য বলা হয় নাই, সে অন্যকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এরূপ মিথ্যা বলিয়াছে;) অন্য এক ব্যক্তি তাহার কথা বিশ্বাস করিয়াছে এবং ধোঁকায় পড়িয়া বেশী মূল্য দান করিয়াছে।

তৃতীয় রকম ব্যক্তির কুফল বর্ণনায় হযরত (দঃ) নিম্নের আয়াতটিও তেলাওয়াত করিলেন—

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

অর্থ—যাহারা আল্লার নামে (মিথ্যা) ওয়াদা বা (মিথ্যা) শপথ করিয়া উহার বিনিময় হাসিল করে যাহা জাগতিক নগণ্য বস্তু, (অর্থাৎ সাধারণভাবে সে যে পরিমাণ বিনিময় হাসিল করিতে পারিত না মিথ্যা কসম ও শপথ বা আল্লার নামে ওয়াদা করিয়া উহা হাসিল করে।) তাহাদের জন্য আখেরাতে সুখ ভোগের কোন সুযোগই থাকিবে না। (৩ পাঃ ১৬ রুঃ)

নদী-নালার গতি রোধ করিয়া উর্দ্ধ প্রান্তের জমি সেচের প্রয়োজনান্তে নিম্নপ্রান্তের জমি সেচনের জন্য পানি ছাড়িয়া দিতে হইবে

অর্থাৎ প্রাকৃতিক নদী-নালার মধ্যে অপর্যাপ্ত পানি হইলে; যেরূপ বর্ষাহীন শুষ্ক অঞ্চলের পাহাড় পর্বতের ঝর্ণা হইতে প্রবাহমান নদী নালা—এ সবের পানি ব্যবহারে উর্দ্ধ প্রান্তের জমিওয়ালাদের হক অগ্রগণ্য বটে, কিন্তু উহাকে সর্বদার জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়ার হক কাহারও নাই, বরং সাধারণ নিয়ম ও পরিমাণ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সেচন পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন প্রান্তের জমি সেচনের জন্য পানি ছাড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। অবশ্য উর্দ্ধপ্রান্তের লোকদের নিয়মিত প্রয়োজনীয় হক হাসিল করার জন্য সাময়িকরূপে উহার গতিরোধ করার অনুমতি আছে।

১১৫৫। হাদীছ ঃ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ফুফাত ভাই—বিশিষ্ট ছাহাবী যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে প্রবাহমান পানির গতিরোধ নিয়া মদীনাবাসী একজন লোকের বিবাদ ঘটিল। প্রবাহিত নালার উর্দ্ধপ্রান্তে যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু

তায়ালা আনহুর খেজুর বাগান ছিল, তিনি উহা সেচনের জন্য ঐ প্রবাহমান পানির গতিরোধ করিয়া থাকিতেন। অপর পক্ষ মদীনাবাসী লোকটির জমি ঐ নালার নিম্ন প্রান্তে অবস্থিত সে যোবায়ের (রাঃ) কর্তৃক পানির গতিরোধে বাধা দিত; এইরূপে তাহাদের বিবাদ ঘটে এবং উভয়ই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে এই বিবাদের মীমাংসা প্রার্থনা করেন।

নবী (দঃ) যোবায়ের (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি তোমার আবশ্যক পরিমাণ পানি সেচনের পর স্বীয় পড়শীর জন্য পানি ছাড়িয়া দিও। মদীনাবাসী ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, সে রাগান্বিত হইয়া বলিল, যোবায়ের আপনার ফুফাত ভাই কি না! (তাই আপনি তাহার পক্ষে মীমাংসা করিলেন।) তাহার এই কটাক্ষ পূর্ণ উক্তিতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চেহারা মোবারক রক্তবর্ণ হইয়া গেল। তিনি যোবায়ের (রাঃ)কে পুনঃ ডাকিয়া বলিলেন, যাবৎ তোমার বাগানের বাঁধ ও বেষ্টনী পরিমাণ পানি না হয় তাবৎ নালার গতি রোধ করিয়া রাখার অধিকার তোমার থাকিবে। (প্রথমে হযরত (দঃ) উভয়ের মধ্যে মীমাংসামূলক ব্যবস্থার পরামর্শ দিয়াছিলেন যাহাতে মদীনাবাসী ব্যক্তিরই মঙ্গল ছিল, কিন্তু সে তাহা লক্ষ্য না করিয়া উল্টা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি কটাক্ষ করিল। পরে নবী (দঃ) তাহার দুর্বুদ্ধিকে শায়েস্তা করার জন্য এবং বস্তুতঃ তিনি কাহার মঙ্গল করিয়া ছিলেন তাহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে ঐ পরামর্শকারের আদেশ বাতিল করিয়া দিয়া দ্বিতীয়বার আইন সম্মত হক যাহা বস্তুতঃ উর্দ্ধ প্রান্তওয়ালা ব্যক্তি পাইবার অধিকারী, যোবায়েরকে সেই অধিকার পূর্ণরূপে প্রদান করিলেন।)

যোবায়ের (রাঃ) বলেন, এই ঘটনানুরূপ বিষয়েই এই আয়াতটি নাযেল হয়—

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ.....

অর্থ—আপনার প্রভুর শপথের সহিত ঘোষণা করা হইতেছে, কোন ব্যক্তি মোমেন গণ্য হইবে না যাবৎ আপনাকে স্বীয় সমুদয় বিবাদ-বিরোধ নিষ্পত্তির পূর্ণ অধিকারীরূপে গ্রহণ না করিবে, অতঃপর আপনার আদেশ ও রায়কে বিনা দ্বিধায় সংশয়হীনরূপে মানিয়া ও গ্রহণ করিয়া না লইবে। (৫ পাঃ ৬ রুঃ)

তৃষ্ণাতুরকে পানি দান করার ফযীলত

প্রথম খণ্ডে অনুদিত ১৩৪ নং হাদীছখানা এস্থানে বিশেষ লক্ষণীয়।

১১৫৬। হাদীছ ঃ— قال عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُذِّبَتْ اِمْرَأَةٌ فِىْ هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ جُوْعًا فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ قَالَ فَقَالَ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ لَا اَنْتِ اَطْعَمْتِيْهَا حِيْنَ حَبَسْتِيْهَا وَلَا اَنْتِ اَرْسَلْتِيْهَا فَاَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ -

অর্থ—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, একটি বিড়াল সম্পর্কে একজন নারীর প্রতি শাস্তি ও আজাবের আদেশ হইয়াছে। ঐ নারী একটি বিড়ালকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল এবং ঐ অবস্থায় সে উহাকে পানাহার প্রদান করে নাই, ফলে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বিড়ালটি মরিয়া যায়। সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালা তাহার শাস্তিবিধানে বলিলেন, তুমি উহাকে আবদ্ধ রাখাবস্থায় পানাহারের ব্যবস্থা করিয়া দেও নাই এবং ছাড়িয়াও দেও নাই; যে, মাটিতে পড়া বস্তু হইতে সে তাহার আহার জোটাইতে পারে।

পতিত জমির গোচরণ ভূমির কোন অংশ ব্যক্তিগতরূপে নির্দিষ্ট করিয়া নেওয়ার অধিকার নাই

১১৫৭। হাদীছ ঃ—ছায়াব ইবনে জাচ্ছামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, পতিত জমির গোচরণ ভূমির কোন অংশ নির্দিষ্ট করিয়া নেওয়ার অধিকার কাহারও নাই; শুধুমাত্র আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের সেই অধিকার আছে।

ব্যাখ্যা ঃ—যে জমি কাহারও ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারে নহে এবং উহার অবস্থান এমন প্রান্তে যে, ঐ এলাকার জনসাধারণ নিজেদের পশুপাল চারণ ইত্যাদি প্রয়োজনে উহার উপর নির্ভরশীল—এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত জমির কোন অংশ কেহ নিজের জন্য—যেমন, নিজের পশুপাল চরাইবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া লইবে; অন্যের পশুকে তথায় চরিতে দিবে না এই অধিকার কাহারও নাই, এমনকি বাদশা, খলীফা বা রাষ্ট্র-প্রধানেরও এই অধিকার নাই।

আল্লাহ ও আল্লার রসুলের জন্য উক্ত অধিকার থাকার অর্থ এরূপ ক্ষেত্রে কোরআন-হাদীছের ব্যবহারিক ভাষায়—দেশের ও দেশবাসী সমগ্র জনগণের সর্বময় কল্যাণ-কেন্দ্র সরকারী বাইতুল-মালের অধিকারকে বুঝাইয়া থাকে।

বাইতুল-মাল কাহারও ব্যক্তিগত ধন-ভাণ্ডারে পরিণত হইতে পারে না; উহা সমগ্র জনগণের সকল প্রকার কল্যাণ ও প্রয়োজনে সাহায্য সহায়তা দানের ভাণ্ডার। রাষ্ট্র-প্রধান হইতে আরম্ভ করিয়া কোন ব্যক্তি দুনিয়ার বুকে উহার মালিক নহে, তাই উহার মালিকানাকে আল্লার দিকে সম্পৃক্ত করা হয়; রসুল আল্লার প্রতিনিধি, তাই রসুল ঐ বাইতুল-মালের পরিচালক। তদ্রূপ রসুলের স্থলাভিষিক্ত খলীফা তথা তাঁহার সরকার সেই বাইতুল মালের পরিচালক।

বাইতুল মালে জনগণের কল্যাণের জন্য সব রকম জিনিসই স্থায়ীভাবেও থাকে এবং সরবরাহের জন্য আমদানী হইয়া বন্টন সাপেক্ষে অস্থায়ীভাবেও থাকে। বাইতুল-মালের সম্পদের মধ্যে বিভিন্ন পশুপালও হয়; সেই সব পশুপালের জন্য যদি উক্ত ভূমির কোন এলাকা নির্দিষ্ট করা হয় তবে তাহা বিধেয় এবং সেই অধিকার সরকারের আছে। আলোচ্য হাদীছের শেষ বাক্যের মর্ম ইহাই। ইহারই দৃষ্টান্ত পেশ করিতে যাইয়া ইমাম

বোখারী (রাঃ) বলিয়াছেন, হাদীছের মাধ্যমে আমরা দেখিতে পাই—নবী (দঃ) বাইতুল-মালের উক্ত প্রয়োজনে "নক্বী" নামক মদীনার উপকণ্ঠে এক এলাকাকে নির্দিষ্ট করিয়া নিয়াছিলেন এবং খলীফা ওমর (রাঃ) "শারাফ" ও "রাবাজাহ" নামক বিশেষ এলাকাদ্বয়কে নির্দিষ্ট করিয়া নিয়াছিলেন (৩১৯ পৃঃ)।

● উল্লিখিত শ্রেণীর ভূমি যাহার উদ্ভিদ কাহারও জন্য নির্দিষ্ট নহে উহার ঘাস বা খড়ি কেহ কাটিয়া আনিলে উহা তাহার সত্ব হইবে; সে উহা বিক্রি করিতে পারে (৩১৯ পৃঃ)। ● ঐরূপ আকারেই নদ-নদী, খাল-বিলও সমভাবে জনগণের থাকিবে; যে কোন মানুষ বা জীব উহার পানি পান করিতে পারিবে, মাছ ধরিতে পারিবে।

পতিত জমি কাহাকেও দেওয়া

পতিত জমি যদি বস্তি এলাকার জনসাধারণের সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্নরূপে থাকে তবে সরকার উহা পাইবার প্রকৃত পাত্র ব্যক্তিদেরকে উক্ত জমি প্রদান করিতে পারে এবং উহা লিখিতরূপে দেওয়া চাই।

১১৫৮। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (বাহ্‌রাইন এলাকা মোসলমানদের অধীনস্থ হইলে পর) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনাবাসী মোসলমানগণকে ডাকিলেন; বাহ্‌রাইন এলাকার পতিত জমি তাহাদের নামে লিখিয়া দেওয়ার জন্য। মদীনাবাসীগণ বলিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! যদি আপনি আমাদেরকে জমি লিখিয়া দিতে চান তবে প্রথমে আমাদের কোরায়শী মোহাজের ভাইদের জন্য ঐ পরিমাণ জমি লিখিয়া দিয়া তারপরে আমাদিগকে দিবেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এই পরিমাণ জমি ছিল না যে, তিনি তাহা করিতে পারেন।

নবী (দঃ) (মদীনাবাসীদের এই উদারতা ও মহামতির প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, অচিরেই আমার পরে তোমরা নিজেদের উপর অন্যদের অগ্রবর্তীতা দেখিবে; (তখনও এরূপ উদারতার সহিত) তোমরা ধৈর্য্যধারণ করিও।

মছআলাহ ঃ—কাহারও পানি ব্যবহারের অধিকার অন্য ব্যক্তির মালিকানা সত্বাধিকারভুক্ত কূপ বা পুকুরে থাকিলে, তদ্রূপ কাহারও পথ চলিবার অধিকার অন্য ব্যক্তির মালিকানা সত্বের জমিতে থাকিলে তাহা অক্ষুন্ন থাকিবে (৩২০ পৃঃ)। এমনকি উক্ত অধিকারী ব্যক্তি যেই বাড়ী বা জমির দরুণ উক্ত অধিকার লাভ করিয়াছে সেই বাড়ী বা জমির সহিত উক্ত অধিকারও সর্বসম্মতরূপে হস্তান্তর ও উহার মূল্য গ্রহণ করিতে পারে। আর ঐ বাড়ী বা জমি ব্যতিরেকে শুধু উক্ত অধিকার হস্তান্তর ও উহার বিনিময় গ্রহণও কিছু সংখ্যক আলেমগণের মতে শুদ্ধ ও বৈধ বটে। এতদ্ভিন্ন পুকুর বা পথের মূল মালিক এবং উক্ত অধিকারী উভয়ে যদি সম্মত হইয়া সেই পুকুর বা পথ উক্ত অধিকার সহ বিক্রি করে সে ক্ষেত্রে সর্বসম্মতরূপে উক্ত অধিকারী মূল্যের অংশীদার হইবে যদিও পুকুর এবং পথে তাহার মালিকানা স্বত্ব না থাকে। (ফতহুল কাদীর ৫—২০৫)

ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের বয়ান

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا.....

অর্থ—আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে আদেশ করিতেছেন, তোমরা আমানতসমূহ তথা অন্যের হক, সত্ব ও প্রাপ্যকে প্রাপকের নিকট অর্পণ করিবে এবং যখন লোকদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা কর তখন ইনছাফের সহিত বিচার-মীমাংসা করিবে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে যে সব নছীহত করিতেছেন তাহা কতই না উত্তম ও ভাল। আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শুনেন ও দেখেন।

১১৫৯। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَاءَهَا اَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ وَمَنْ اَخَذَ يُرِيْدُ اِتْلَافَهَا اَتْلَفَهُ اللّٰهُ .

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পরিশোধ করার দৃঢ় ইচ্ছার সহিত মানুষের ধন ঋণরূপে গ্রহণ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সেই ঋণ পরিশোধে সাহায্য করিবেন। আর যে ব্যক্তি আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করিবে আল্লাহ তাহাকে ধ্বংস করিবেন।

১১৬০। হাদীছ ঃ—আবু জর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি দূর হইতে ওহোদ পাহাড়টি দেখিতে পাইয়া বলিলেন, এই পর্বতটি যদি আমার জন্য স্বর্ণে পরিণত করিয়া দেওয়া হয় তবে (আমি তিন দিনেই উহা সম্পূর্ণ দান-খয়রাত করিয়া দিব), তিন দিনের অতিরিক্ত একটি মুদ্রা পরিমাণও আমার নিকট অবশিষ্ট থাকাকে আমি পছন্দ করিব না। হাঁ—যদি আমার ঋণ থাকে তবে উহা পরিশোধ করা পরিমাণ রাখিব বটে। অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, যাহারা (দুনিয়াতে) অধিক বিত্তশালী তাহারাই (কেয়ামতের দিন) অধিক অভাবগ্রস্ত হইবে। হাঁ—যে বিত্তশালী আল্লার রাস্তায় সৎকাজে চতুর্দিকে ধন-সম্পদ ব্যয় করে (তাহারা ব্যতীত।) কিন্তু এরূপ বিত্তশালীর সংখ্যা অতি নগণ্য।

অতঃপর নবী (দঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি এখানেই অবস্থান কর এবং তিনি কিছু দূর অগ্রসর হইয়া অনতিদূরেই আমার দৃষ্টি হইতে লুপ্ত হইয়া গেলেন। হযরত (দঃ) যেই দিকে গিয়াছিলেন সেই দিক হইতে আমি (কথাবার্তার) শব্দ শুনিতে পাইলাম। তাই আমি তাঁহার উপর কোন বিপদের আশঙ্কায় তাঁহার নিকটে আসিতে ইচ্ছা করিলাম।

কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার আদেশ ছিল যে, আমি প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত তুমি এই স্থানে অবস্থান করিবে, এই আদেশ স্মরণ করিয়া আমি নিবৃত্ত রহিলাম। হযরত (দঃ) ফিরিয়া আসিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! কিসের শব্দ শুনিতে পাইলাম? তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; তুমি শব্দ শুনিয়াছ? আমি আরজ করিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, জিব্রাঈল (আঃ) আমার নিকট এই সুসংবাদ নিয়া আসিয়াছিলেন যে, আপনার উম্মতের যেই ব্যক্তি আল্লার সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক করা হইতে পবিত্র থাকিয়া মৃত্যু বরণ করিবে সে বেহেশত লাভ করিতে সক্ষম হইবে। আমি আরজ করিলাম, (ইয়া রসুলাল্লাহ!) যদিও সে এই এই গোনাহ করিয়া থাকে? (—যদিও সে যেনা করিয়া থাকে, চুরি করিয়া থাকে?) হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ—যদিও সে যেনা করিয়াছে, চুরি করিয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ— ইহাতে সন্দেহ নাই যে, খাঁটী ঈমানদার ব্যক্তি গোনাহগার হইলেও বেহেশত লাভে সক্ষম হইবে, অবশ্য তাহার গোনাহ ক্ষমা না হইলে সেই গোনাহের শাস্তি ভোগান্তে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। পক্ষান্তরে ঈমান না থাকিলে বেহেশত লাভ হইবে না, যদিও বাহ্যিক সৎকার্য করিয়া থাকে। কারণ, ঈমান না থাকিলে কোন সৎকার্যই আল্লাহ তায়ালার নিকট গ্রহণীয় নয়।

মহাজন বা প্রাপকের তাগাদায় ক্ষুব্ধ হইবে না

১১৬১। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

اَنَّ رَجُلًا تَقَاضٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَغْلَظَ لَهٗ فَهَمَّ بِهٖ اَصْحَابُهٗ فَقَالَ دَعُوْهُ فَاِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَاشْتَرُوْا لَهٗ بَعِيْرًا وَاَعْطُوْهُ اِيَّاهُ قَالُوْا لَا نَجِدُ اِلَّا اَفْضَلَ مِنْ سِنِّهٖ قَالَ اشْتَرُوْهُ فَاَعْطُوْهُ اِيَّاهُ فَاِنَّ خَيْرَكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ব্যক্তির নিকট হইতে একটি উট (বাইতুল-মালের জন্য) ধার লইয়াছিলেন। একদা ঐ ব্যক্তি নবী (দঃ)কে তাগাদা করিল এবং অতি কঠোর ভাষায় তাগাদা করিল। ছাহাবীগণ তাহার আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। নবী (দঃ) ছাহাবীগণকে বলিলেন, তোমরা তাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিও না, প্রাপকের অধিকার আছে তাগাদা করার। নবী (দঃ) তাহাদিগকে আদেশ করিলেন, একটি উট ক্রয় করিয়া তাহার প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া দাও। (এমতাবস্থায় বাইতুল-মালের মধ্যে কয়েকটি উট ওয়াসিল হইয়া আসিল, তখন সেই উট হইতেই পরিশোধের আদেশ করিলেন।) তাঁহারা বলিলেন, এই ব্যক্তির প্রাপ্য উট অপেক্ষা

উত্তম ব্যতীত সমপরিমাণ উট পাওয়া যাইতেছে না। নবী (দঃ) বলিলেন, তাহার প্রাপ্য অপেক্ষা উত্তমই তাহাকে প্রদান কর। তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে ঋণ পরিশোধে উত্তম হয়।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লিখিত ঘটনায় হযরত (দঃ) উক্ত ধার বা কর্জ নিজের জন্য করিয়াছিলেন না, বরং জাতীয় ধন-ভাণ্ডার বাইতুল-মালের জন্য করিয়াছিলেন। কোন গরীব অসহায়কে বাইতুল-মাল হইতে একটি উট দ্বারা সাহায্য করার উপস্থিত প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু বাইতুল-মালে তখন উট ছিল না, তাই এক ব্যক্তির নিকট হইতে একটি উট ধার আনিয়া অসহায় লোকটিকে দিয়াছিলেন। পরে বাইতুল-মালে উট আমদানী হইলে যে ব্যক্তির নিকট হইতে উট আনিয়াছিলেন তাহাকে তাহার উট অপেক্ষা বড় একটি উট দিয়া দিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে অর্থাৎ বাইতুল-মালের জন্য লেন-দেন একটির স্থলে একাধিক দিলেও জায়েয হয়। কারণ, বাইতুল-মাল একক বা গ্রুপ বিশেষের ব্যক্তিগত মালিকানা নহে। উহার ধন-সম্পদ সকল মোসলমানের জন্য।

সাধারণভাবে গরু-বকরী, হাঁস-মোরগ ইত্যাদি জীব ধার-কর্জরূপে লওয়া বিভিন্ন ইমাম-গণের নিকট জায়েয আছে, কিন্তু হানাফী মজহাবে কোন জীব ধার-কর্জরূপে লওয়া জায়েয নহে। প্রয়োজন হইলে বাকি মূল্যে ক্রয় করিয়া লইবে।

দেনার কিছু অংশ পরিশোধ করিয়া বাকি অংশ মাফ লইতে পারিলে রেহাই পাওয়া যাইবে

১১৬২। হাদীছ ঃ— জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা আবদুল্লাহ (রাঃ) ওহোদের জেহাদে শহীদ হইলেন। তিনি (একা আমার উপর) ছয়টি মেয়ে এবং (১৭০ মণ খেজুরের) ঋণ রাখিয়া গেলেন।

আমাদের যে খেজুর বাগান ছিল তাহা ঋণদাতাগণকে দেখাইয়া তাহাদিগকে অনুরোধ করিলাম যে, তাহারা যেন আমার পিতার ঋণের পরিশোধে বাগানের এই মৌসুমের সমুদয় ফল নিয়া নেয় এবং পিতাকে ঋণমুক্ত করিয়া দেয়। কিন্তু তাহারা ইহাতে সম্মত হইল না; তাহারা ভাবিতেছিল, ইহা ঋণের পরিমাণ হইবে না। এমনকি তাহারা কঠোরতা অবলম্বন করিলে পর আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার দ্বারা সুপারিশ করাইলাম। নবী (দঃ) মহাজনকে ঐরূপই বলিলেন যে, বাগানের সমুদয় ফল গ্রহণ করিয়া আমার পিতাকে যেন ঋণ হইতে মুক্তি দান করে, কিন্তু তাহারা সম্মত হইল না। আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলাম। নবী (দঃ) আমাকে বলিয়া দিলেন যে, ফলসমূহ কাটিয়া আনিয়া স্থান বিশেষে স্তূপকৃত কর; এক এক শ্রেণীর খেজুর এক এক স্তূপে রাখিও। তারপর আমাকে খবর দিও। আমি তাহাই করিলাম। নবী (দঃ) আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া তথায় তশরীফ আনিলেন। মহাজনগণ হযরত (দঃ)কে দেখিয়া আমার প্রতি

যেন বিরক্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। নবী (দঃ) সর্ব বড় বা মধ্যম শ্রেণীর একটি খেজুর স্তূপের উপর বসিয়া বরকতের জন্য দোয়া করিলেন এবং আমাকে বলিলেন, মহাজনগণকে ডাকিয়া তাহাদের প্রত্যেকের প্রাপ্য পূর্ণ মাপিয়া দিতে থাক। আমি তাঁহার নির্দেশ অনুসারে কার্য করিলাম, এমনকি আমার পিতার উপর আর কাহারও ঋণ বাকি থাকিল না। সকলের ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়ার পরও প্রায় ৪০ মণ উত্তম ও ৩৩ মণ ভাল-মন্দ মিশাল মোট প্রায় ৭৩ মণ খেজুর উদবৃত্ত থাকিল। অথচ আমি এই ঋণ পরিশোধের জন্য বাগানের সমুদয় খেজুর প্রদানে রাজি ছিলাম, কিন্তু ঋণের পরিমাণ অপেক্ষা উহা কম হইবে বলিয়া মহাজনগণ তাহাতে সম্মত হইয়াছিল না। অতঃপর আমি মগরেবের নামায নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে তাঁহার সঙ্গে পড়িলাম এবং নামাযান্তে সমুদয় ঘটনা তাঁহাকে অবগত করিলাম। হযরত (দঃ) হাস্যমুখে বলিলেন, আবু বকর ও ওমরকে এই ঘটনা জ্ঞাত কর। আমি তাঁহাদিগকে ঘটনা জ্ঞাত করিলাম। তাঁহারা উভয়ে বলিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন এই বিষয়ে স্বীয় কার্যকলাপ (খেজুর স্তূপের উপর বসিয়া বরকতের দোয়া) করিয়াছিলেন তখনই আমরা একীন করিয়াছিলাম যে, কোন অলৌকিক ঘটনা নিশ্চয় ঘটিবে।

ঋণ হইতে আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করা

১১৬৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামাযের মধ্যে (সালাম ফিরাইবার পূর্বক্ষণে দোয়া-মাছুরা স্বরূপ যেই) দোয়া পড়িতেন (উহাতে ইহাও উল্লেখ থাকিত)।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ٥

"হে আল্লাহ! সর্বপ্রকারের গোনাহ ও ঋণ হইতে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।"*

সামর্থ্য সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধে টালবাহানা বড় অন্যায়

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণিত আছে, ঋণ পরিশোধে সামর্থ্যবান ব্যক্তি টালবাহানা করিলে তাহার প্রতি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা এবং (বিচার বিভাগ কর্তৃক) তাহাকে শাস্তি দেওয়া ন্যায় সঙ্গত গণ্য হইবে।

মছআলাহ ঃ—শুধু এক-দুই দিনের অবকাশ নেওয়াকে টালবাহানা গণ্য করা হইবে না। অর্থাৎ এরূপ ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করা সমীচীন নহে।

১১৬৪। হাদীছ ঃ— يقول ابو هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ ـ

---

* উল্লিখিত দোয়াটি ৪৭৮ নং হাদীছে বর্ণিত পূর্ণ দোয়ার অংশবিশেষ।

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঋণ পরিশোধে সামর্থ্যবান ব্যক্তির টালবাহানা করা অতি বড় অন্যায়।

দেওলিয়া ঘোষিত ব্যক্তির নিকট কাহারও মাল থাকিলে ?

১১৬৫। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দেউলিয়া ব্যক্তির নিকট কেহ স্বীয় মালিকানা স্বত্বের বস্তু নির্দিষ্টরূপে পাইলে ঐ বস্তু একমাত্র সেই মালিকেরই গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—বিভিন্ন লোকের ঋণে ঋণগ্রস্ত থাকাবস্থায় ধন-সম্পদের লাঘব ঘটার দরুন সরকারীভাবে কোন ব্যক্তি দেউলিয়া ঘোষিত হইলে তাহার জীবিকা নির্বাহাতিরিক্ত যে পরিমাণ ধন-সম্পদ থাকে সরকার কর্তৃক উহা মহাজনগণের মধ্যে তাহাদের ঋণের পরিমাণ অনুপাতে বন্টনের ব্যবস্থা করার বিধান রহিয়াছে। কিন্তু এমতাবস্থায় সেই দেউলিয়ার নিকট ব্যক্তি বিশেষের মালিকানা সত্বের কোন বস্তু নির্দিষ্টরূপে বিদ্যমান থাকিলে সেই বস্তুটি একমাত্র ঐ মালিকেরই স্বত্ব বলিয়া গণ্য হইবে, অন্যান্য মহাজনগণ এই বস্তু-বিশেষের উপর কোন দাবী করিতে পারিবে না। আলোচ্য হাদীছের তাৎপর্য ইহাই, কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষের মালিকানা সত্ব বলিতে কি বুঝায় তাহার প্রতি ইমাম বোখারী (রঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, আমানতরূপে গচ্ছিত বস্তু বা আ'রিয়ত তথা সাময়িক কার্য্য উদ্ধারের জন্য ফেরত দেওয়ার বাধ্যবাধকতায় কাহারও নিকট হইতে গৃহীত বস্তু ইত্যাদি। তদ্রূপ দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পূর্বে তাহার নিকট কাহারও বিক্রিত বস্তু যাহার মূল্য এখনও সে পরিশোধ করে নাই এবং ঐ বস্তুর কোন পরিবর্তনও সে সাধন করে নাই—এই বস্তুটিও ঐ বিক্রেতার ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বের আওতাভুক্ত পরিগণিত, সুতরাং ঐ বস্তুটি একমাত্র তাহারই প্রাপ্য হইবে।

হানাফী মজহাব মতে আমানত ও আ'রিয়ত ইত্যাদি রকমের বস্তুসমূহ ব্যক্তিগত মালিকানা সত্ব বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু কাহারও বিক্রিত বস্তু কোন অবস্থাতেই ঐরূপ গণ্য হইবে না। বরং বিক্রিত বস্তু দেউলিয়া ব্যক্তির স্বত্ব গণ্য হইবে এবং বিক্রেতা উহার মূল্যের পাওনাদার হিসাবে অন্যান্য মহাজনগণের ন্যায় একজন মহাজন গণ্য হইবে। বস্তুতঃ এই বক্তব্যই যুক্তিযুক্ত, কারণ ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হইয়া ক্রেতা কর্তৃক বিক্রিত বস্তু গৃহীত হওয়ার পর উহার উপর ক্রেতার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, যদিও ধারে বিক্রি হইয়া থাকে। বিক্রেতার স্বত্ব উহার উপর বাকী থাকে না, বরং সে ঋণ-মূল্যের পাওনাদার থাকে।

মছআলাহ ঃ—কোন ব্যক্তির উপর ঋণ এই পরিমাণ যে, তাহা আদায় করিতে তাহার ধন-সম্পদের সম্পূর্ণই প্রয়োজন; তাহার ঋণ আদায় করিলে সে নিঃস্ব; তাহার ধন-সম্পদের কিছুই থাকে না। সে ক্ষেত্রে পাওনাদারদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে কাজী তথা ইসলামী আইনের বিচারক ঐ ব্যক্তির হস্তক্ষেপ তাহার ধন-সম্পদের উপর নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতে পারেন। এমনকি ঐ ব্যক্তি নিজে ঋণ পরিশোধার্থে ধন-সম্পদ বিক্রি করায় সম্মত

না হইলে কাজী ঐ ব্যক্তির ধন-সম্পদ বিক্রি করিয়া ঋণ পরিশোধ করিবেন। যদি উহা সমুদয় ঋণের জন্য যথেষ্ট না হয় তবে যে পরিমাণই হয় উহা সকল পাওনাদারদের উপর প্রত্যেকের পাওনা অনুপাতে বন্টন করিয়া দিবেন।

মছআলাহ ঃ—কোন ব্যক্তি নিতান্তই নির্বোধ; ধন-সম্পদ বিনষ্ট করিয়া নিঃস্ব হওয়ার পথে; এইরূপ ব্যক্তির উপরও কাজী তাহার ধন-সম্পদে তাহার হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে তাহার নিজস্ব তথা তাঁহার নিজের, তাহার স্ত্রীর, তাহার নাবালেগ সন্তানাদির ও যে সব লোকের ভরণ-পোষণ শরীয়ত মতে তাহার দায়িত্ব, সেই সবের জীবিকা নির্বাহের ব্যয় বহনে কাজী ঐ ব্যক্তির ধন-সম্পদ বিক্রিও করিতে পারেন। (৩২৩ পৃঃ)

ধন-সম্পদের অনিষ্ট সাধন নিষিদ্ধ

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, والله لا يحب الفساد "অনিষ্ট সাধন আল্লাহ তায়ালার নিকট অতি ঘৃণিত ও অপছন্দনীয়।"

ভ্রষ্ট বা বোকা মানুষ অনেক সময় এরূপ ধারণা করে যে, আমার ধন-সম্পদের মালিক আমি, সুতরাং আমি আমার ইচ্ছানুযায়ী সেই ধন-সম্পদের মধ্যে স্বীয় অধিকার খাটাইব; যথায়-তথায় যদ্রূপ ইচ্ছা তদ্রূপ খরচ ও ব্যয় করিব।

এই ধারণা নিতান্তই বোকামি, কারণ ধন-সম্পদ আল্লাহ প্রদত্ত, সুতরাং উহা ব্যয় করিতে আল্লাহ ও আল্লার প্রতিনিধি রসুলের বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিতে হইবে, স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বৈরাচারিতার অধিকার কাহারও নাই।

হযরত শোয়া'য়েব (আঃ)-এর ভ্রষ্ট উম্মতদের ঐরূপ একটি কু-উক্তি ও কু-যুক্তির সমালোচনা কোরআন শরীফেও উল্লেখ রহিয়াছে। তাহারা কুফর ও শিরকের সহিত এই কু-অভ্যাস ও কু-কর্মেও লিপ্ত ছিল যে, পরস্পর লেন-দেনের মধ্যে মাপ ও ওজনে কম দিয়া থাকিত। শোয়া'য়েব (আঃ) তাহাদিগকে বলিলেন—

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ.....

অর্থ—হে আমার জাতি! তোমরা আল্লার একত্ববাদ ও তাঁহার গোলামীর বন্ধনে আবদ্ধ হও; তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মাবুদ নাই এবং ওজন ও মাপে কম দেওয়ার কু-অভ্যাস বর্জন কর; আমি দেখিতেছি, তোমরা স্বচ্ছল অবস্থায় আছ; (এমতাবস্থায় তোমাদের অসদুপায় অবলম্বন করা দ্বিগুণ দোষণীয়, তাই) আমার আশঙ্কা হয়, কোন দিন সর্বগ্রাসী আজাব তোমাদিগকে গ্রাস করিয়া না লয়।

হে আমার জাতি! মাপ ও ওজন সূক্ষ্মরূপে পূর্ণ করিতে ত্রুটি করিও না এবং মানুষকে তাহার প্রাপ্যে ঠকাইও না এবং দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটাইও না। আল্লার বিধান মতে তথা সদুপায়ে যে লভ্যাংশ হাসিল হয় তাহাই তোমাদের জন্য উত্তম ও

মঙ্গলজনক। তোমরা যদি খাটি মোমেন হও (নিজেই তোমরা ইহার বাস্তবতা উপলব্ধি করিতে পারিবে।) (১২ পাঃ ৮ রুঃ)

ভ্রষ্ট উম্মতগণ হযরত শোয়া'য়েব আলাইহেচ্ছালামের এই হৃদয়গ্রাহী আহ্বানের প্রতি কর্ণপাত না করিয়া কু-যুক্তির ও কু-উক্তির অবতারণা করিল। আল্লার একত্ববাদ অবলম্বনের বিরুদ্ধে এই উক্তি করিল যে, বাপ-দাদা পূর্বপুরুষের রীতি আমরা ত্যাগ করিতে পারি না। মাপ ও ওজনে কম দেওয়ার বিষয়ে এই যুক্তির উল্লেখ করিল যে, আমাদের মালিকানা স্বত্বের ধন-সম্পদে আমরা নিজ ইচ্ছাধীন স্বীয় অধিকার খাটাইব—যাহা ইচ্ছা তাহা করিব যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ করিব, তাহাতে কাহারও বাধা দানের কি অধিকার থাকিতে পারে?

এসব কু-উক্তি ও কু-যুক্তির ধ্বজাধারীরা শোয়া'য়েব (আঃ)কে বলিল—

يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ ...... اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِىْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ۔

"হে শোয়া'য়েব! আপনার সাধুতা—আপনার নামায কি আপনাকে এই শিক্ষা দেয় যে, আমরা স্বীয় পূর্বপুরুষদের মাবুদকে ত্যাগ করি বা আমরা স্বীয় ধন-সম্পদে অধিকার প্রয়োগ ত্যাগ করি?" (১২ পাঃ ৮ রুঃ)

শোয়া'য়েব (আঃ) তাহাদিগকে বুঝ-প্রবোধ দানে সতর্ক করিলেন যে—

يٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ ......

"হে আমার জাতি! আমার বিরোধীতায় উন্মত্ত হইয়া তোমরা স্বীয় ধ্বংসের পথ অবলম্বন করিও না। সতর্ক থাকিও—পূর্ববর্তী নূহ (আলাইহেচ্ছালাম) এর উম্মত, হুদ (আলাইহেচ্ছালাম) এর উম্মত, ছালেহ (আলাইহেচ্ছালাম) এর উম্মতের উপর যেরূপ ধ্বংস নামিয়া আসিয়াছিল তোমাদের উপরও যেন সেইরূপ ধ্বংস নামিয়া না আসে; আর এক দল দুস্কৃতিকারী—লুত (আলাইহেচ্ছালাম)এর উম্মতের ঘটনা তোমাদের নিকটবর্তীই ঘটিয়াছে; এই সব লক্ষ্য করিয়া সময় থাকিতে সতর্ক ও সংযত হও।" (১২ পাঃ ৮ রুঃ)

এইরূপ হৃদয় বিদারক বক্তৃতাও তাহাদের পাষাণ হৃদয়ের উপর কোন ক্রিয়া করিল না, তাহারা স্বীয় দুর্নীতি ও দুস্কৃতির উপর অটল রহিল এবং বলিল—

يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا

"হে শোয়া'য়েব! তোমার এসব কথা আমাদের যুক্তিতে আসে না এবং আমাদের মধ্যে তুমি ত দুর্বল, আমাদের উপর তোমার কোন প্রভাব নাই।"

অতঃপর তাহারা শোয়া'য়েব (আঃ)কে ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। পরিণামে তাহাদের ভাগ্যে উহাই ঘটিল যাহার সতর্কবাণী শোয়া'য়েব (আঃ) করিয়াছিলেন—

وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ -

"দুষ্কৃতিকারীদের উপর ধ্বংসের করাল ছায়া নামিয়া আসিল, তাহারা নিজ নিজ বস্তিতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়া রহিল এবং তাহাদের অস্তিত্ব ভূপৃষ্ঠ হইতে এরূপ নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল যেন তাহারা এই ধরা-পৃষ্ঠে কখনও অবস্থান করে নাই। পূর্ববর্তী দুষ্কৃতিকারী ছামূদ বংশের দুর্ভাগ্যই মাদয়্যানস্থিত হযরত শোয়া'য়েব আলাইহেচ্ছালামের দুষ্কৃতিকারী উম্মতগণও বরণ করিল এবং ধ্বংসের মুখে পতিত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। (১২ পাঃ ৮ রুঃ)

এস্থানে ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লিখিত ঘটনার আয়াতটির প্রতি ইঙ্গিত দানে প্রমাণ করিতে চাহেন যে, ধন-সম্পদের উপর মালিকানা স্বত্বের যুক্তির অবতারণা করিয়া স্বেচ্ছাচারীতার দাবী করা ভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের কারণ। যাহারা মালিকানা স্বত্বের গর্বে অপব্যয় ও ধন-সম্পদের অনিষ্ট করে তাহারা ভ্রষ্ট এবং ধ্বংসের সম্মুখীন।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন— وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ

"যাহারা বুদ্ধিহীন বোকা তাহাদের হাতে ধন-সম্পদ দিও না"। (৪ পাঃ ১২ রুঃ)

কোরআন শরীফের এই আদেশেরও তাৎপর্য্য ইহাই যে, ধন-সম্পদকে অনিষ্টতা হইতে রক্ষা করা অবশ্যক, তাই উল্লিখিত আদেশ বলবৎ করা হইয়াছে। এমনকি ধন-সম্পদকে অনিষ্টতার হাত হইতে রক্ষা করার প্রয়োজন বোধে শরীয়তে একটি বিশেষ বিধান রাখা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি বুদ্ধিহীনতা বা কু-বুদ্ধির দরুন ধন-সম্পদের অপব্যয়ী ও অনিষ্টকারী প্রমাণিত হইলে সে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক তাহার নিজ ধন সম্পদের উপর ইচ্ছাধীন ক্ষমতা খর্ব করিয়া তাহার উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হইবে। এমনকি যদি কোন ব্যক্তি ঐ পর্য্যায়ের অনিষ্টকারী না হয়, বরং ক্রয়-বিক্রয়ে ঠকিয়া যাওয়ার মত জ্ঞান-বুদ্ধির অভাবী হয় তাহার জন্যও কোন বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে। যেমন নিম্নে বর্ণিত হাদীছের ঘটনা।

১১৬৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট নিজের বিষয়ে এই অভিযোগ করিল যে, সে (লেন-দেনে ও কাজ-কারবারে) ঠকিয়া যায়। (কারণ, তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা ও অভিজ্ঞতা খুবই কম, এমনকি তাহার আত্মীয়-স্বজনগণও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট তাহার প্রতি ক্রয়-বিক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তনের সুপারিশ জানাইল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে ডাকিয়া ক্রয়-বিক্রয় হইতে বিরত থাকার পরামর্শ দিলেন; সে আরজ করিল, আমি ক্রয়-বিক্রয় হইতে ক্ষান্ত থাকিতে পারি না।) তখন রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে এই ব্যবস্থা শিক্ষা দিলেন যে, যখন তুমি কোন ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা বলিবে, তখন ইহাও বলিয়া দিও—"ঠকাইবার কার্য্য করিবেন না" (আমার অধিকার থাকিবে এই

ক্রয়-বিক্রয়কে বাতিল করার)। হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি এই বলিয়া দিলে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্তের পরও তিন দিন পর্য্যন্ত তোমার অধিকার বাকি থাকিবে। (তুমি এই ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করিতে পারিবে।) সেমতে ঐ ব্যক্তি এইরূপ বলিয়া থাকিত।

ব্যাখ্যা ঃ—নিজের ধনেরও অপচয় বা ক্ষতি সাধন শরীয়তে নিষিদ্ধ। অনিচ্ছাকৃত ঠকের ক্ষতি হইতেও বাঁচিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ঠকের ক্ষতি হইতে রক্ষার জন্য সরকার বুদ্ধিহীন ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষমতা রহিত করিতে পারে।

১১২৭। হাদীছ ঃ— عن المغيرة عن النبى صلى الله عليه وسلم

أَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتِ

وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّوَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ -

অর্থ—মুগিরা ইবনে শোবা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা ভালরূপে জ্ঞাত থাকিও, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর তিনটি কার্য্য হারাম করিয়া দিয়াছেন—(১) মাতার না-ফরমানি করা, (২) মেয়ে হইলে উহাকে জীবিতাবস্থায় মাটিতে পুতিয়া দেওয়া, (৩) (কৃপণতা, ও লালসা বশে) নিজে (কর্তব্য কাজে ব্যয় করা বা দান করা হইতে) বিরত থাকিয়া অন্য লোকদের নিকট হইতে ওয়াসিল করায় তৎপর থাকা। এতদ্ভিন্ন তিনটি কার্য্যকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পক্ষে নাপছন্দ করিয়াছেন—(১) অযথা তর্ক-বিতর্ক বা ভিত্তিহীন কথায় লিপ্ত হওয়া (২) বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে অন্যের নিকট হাত পাতা ও ভিক্ষায় লিপ্ত হওয়া বা অধিক প্রশ্নের অবতারণা করা (৩) ধনের অপচয় করা।

ব্যাখ্যা ঃ—মাতা-পিতা উভয়ের নাফরমানিই আল্লাহ তায়ালার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির কারণ। নারী জাতির দুর্বলতা দৃষ্টে মাতা সম্পর্কে সতর্ক করার আবশ্যকতা অধিক। এতদ্ভিন্ন মাতা সন্তানের উপর অধিক হকদার। এক হাদীছে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, আমার সদ্ব্যবহারের সর্বাধিক হকদার ও অধিকারী কে? হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমার মা। প্রশ্নকারী পুনঃ জিজ্ঞাসা করিল, অতঃপর? হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবারও বলিলেন, তোমার মা। প্রশ্নকারী পুনঃ জিজ্ঞাসা করিল, অতঃপর? এইবারও হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমার মা। প্রশ্নকারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, অতঃপর? এইবার হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, অতঃপর তোমার পিতা এবং অতঃপর তোমার আত্মীয়-স্বজন।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● ক্রেতার নিকট ক্রয়ের মূল্য নাই বা উপস্থিত নাই সে ক্ষেত্রেও (বাকি মূল্যে) ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইবে (৩২১ পৃঃ)। অর্থাৎ বিক্রেতার নিকট বিক্রয় বস্তু না থাকিলে তাহার জন্য উহা বিক্রি করা জায়েয নহে—পূর্বে বলা হইয়াছে; ক্রেতার ক্ষেত্রে সেরূপ নহে। ● খাতককে তাগাদা করিতে শালীনতা ও কোমলতা রক্ষা করিবে (ঐ)। ● ধার বা কর্জ পরিশোধ করিতে ধারে গৃহিত বস্তু অপেক্ষা উত্তম বস্তু দেওয়া জায়েয (৩২২পৃঃ)। কিন্তু ধার গ্রহণে উত্তমটি দ্বারা পরিশোধের শর্ত করা হারাম এবং সেই শর্ত পালনীয় হইবে না। তদ্রূপ সংখ্যায় বা মাপে ধারের পরিমাণ অপেক্ষা বেশী দেওয়া-লওয়াও জায়েয নহে, যদিও শর্ত ব্যতিরেকে হয়। ধারে গৃহিত বস্তু জাতীয় বস্তুর দ্বারা ধার পরিশোধ করিতে নির্দ্ধারিত সংখ্যা বা পরিমাপে না দিয়া আন্দাজ ও অনুমানের উপর দেওয়া হইলে তাহাও জায়েয হইবে না; কারণ, সে ক্ষেত্রে বেশী হওয়ার আশঙ্কা আছে এবং এরূপ ক্ষেত্রে কিছুমাত্র পরিমাণ বেশী হইলে পরিশোধকারীর স্বেচ্ছায় হইলেও তাহা সুদরূপে হারাম গণ্য হইবে। অবশ্য যদি পরিশোধীয় বস্তুর পরিমাণ নিশ্চিতরূপে মূল ঋণের পরিমাণ অপেক্ষা কম হয় এবং পাওনাদার ব্যক্তি ঐ পরিমাণ গ্রহণ করিয়া বাকিটা মাফ করিয়া দেওয়ারূপে গ্রহণ করে তবে তাহা জায়েয হইবে। (৩২২ পৃঃ। ফতহুলবারী, ৫—২৬)। ● ঋণ পরিশোধ বা উহার ব্যবস্থা ব্যতিরেকে মৃত্যু হইলে তাহার জানাযার নামায পড়া কিরূপ? (৩২৩ পৃঃ)। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাইতুল-মালের ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে এরূপ ব্যক্তির জানাযার নামায নবী (দঃ) নিজে পড়িতে চাহিতেন না; অন্য লোকদেরকে পড়ার আদেশ করিতেন। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ঐরূপ অভাবী ব্যক্তি যে হুকুহুক্ত অবস্থায় ঋণ রাখিয়া মারা যাইবে তাহার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত করা হয় এবং নবী (দঃ) ঐরূপ ব্যক্তির জানাযা নিজেও পড়েন। উক্ত সূত্রেই বর্তমানে যখন ইসলামী রাষ্ট্রের উক্ত ব্যবস্থা প্রচলিত নাই সে ক্ষেত্রে অপরিশোধীয় ঋণী ব্যক্তির জানাযার নামায গণ্যমান্য বিশিষ্ট আলেম ব্যক্তিকে না পড়ার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে, যেন ঋণের প্রতি লোকের ভয় থাকে। ● বিলম্বিত নির্দিষ্ট তারিখে আদায়ের কথার উপর ধার-কর্জ গ্রহণ করা জায়েয। অর্থাৎ উভয় পক্ষের একই জাতীয় বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায় সাধারণ বিনিময় ক্ষেত্রে উভয় দিকে সমপরিমাণ হইয়াও একদিক বাকি থাকিলে সেই বিনিময় অশুদ্ধ হারাম গণ্য হয়। ধার-কর্জের ক্ষেত্রেও এক প্রকার বিনিময়ই হয় এবং উভয় পক্ষে একই জাতীয় বস্তু হইয়া থাকে এতদসত্ত্বেও একদিকে নগদ অপরদিকে বাকি—ইহা জায়েয। ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, ধার-কর্জে একই জাতীয় বস্তুর বিনিময় হয় এবং কর্জ দেওয়ার দিকে নগদ আর পরিশোধের দিকে বিলম্বে দেওয়া সাব্যস্ত হয়—ইহা শুধু ধার-কর্জে জায়েয। এমনকি পরিশোধের পক্ষ হইতে যদি গৃহিত বস্তু অপেক্ষা উত্তম বস্তু দেওয়া হয় তাহাও জায়েয,

যদি উত্তম দেওয়ার শর্ত না থাকে। প্রকাশ থাকে যে, সংখ্যায় বা মাপে সমান রাখিয়া শুধু গুণের হিসাবে উত্তম হওয়ায় দোষ নাই, কিন্তু একই জাতীয় বস্তুর দ্বারা কর্জ পরিশোধে সংখ্যায় বা মাপে বেশী দিলে শর্ত ছাড়াও তাহা জায়েয হইবে না।

মছআলাহ ঃ—ধার-কর্জের মধ্যে পরিশোধের নির্দ্ধারিত তারিখ অধিকাংশ ইমামগণের মতে উভয়ের জন্য আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক। হানাফী মজহাব মতে ধারদাতার স্বীকৃতির সহিত হইলেও পরিশোধের নির্দ্ধারিত তারিখ ধারদাতার জন্য বাধ্যতামূলক হয় না। অর্থাৎ ধারদাতা ঐ তারিখের পূর্বেও আইনগতরূপে পরিশোধের দাবী করিতে পারে। অবশ্য তাহার স্বীকৃতিতে তারিখ নির্দ্ধারিত হইলে উহা তাহার ওয়াদা ও অঙ্গীকারভুক্ত হইবে এবং ওয়াদা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে তাহার গোনাহ হইবে, কিন্তু ওয়াদা-অঙ্গীকার আইনের আওতায় আসে না; যেমন এক ব্যক্তি কাহারও নিকট অঙ্গীকার করিয়াছে, আমি তোমাকে একশত টাকা দ্বারা সাহায্য করিব; পরে যদি সে তাহার অঙ্গীকার রক্ষা না করে সেই জন্য তাহার বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেওয়া চলিবে না। পক্ষান্তরে যদি কেহ কোন বস্তু বাকি ক্রয় করে; ক্রয়-বিক্রয় উভয়ের সম্মতিতে এইরূপে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, মূল্য দশ দিন পরে আদায় করা হইবে—সে ক্ষেত্রে নির্দ্ধারিত সময় উভয় পক্ষের উপর বাধ্যতামূলক হইবে। অর্থাৎ বিক্রেতা সেই নির্দ্ধারিত দিন আসিবার পূর্বে মূল্যের দাবী করিলে তাহার দাবী আইনতঃও অগ্রাহ্য হইবে (৩২৪ পৃঃ)। ● ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অসমর্থ হয় সে ক্ষেত্রে ঋণের অংশবিশেষ ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য ঋণদাতার নিকট সুপারিশ করা সুন্নত। (৩২৪ পৃঃ)।

মামলা-মকদ্দমা সম্পর্কে

কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইলে বিচারক তাহার উপস্থিতি-আদেশ জারি করিতে পারেন। কোন অমোসলেম কোন মোসলমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করিলে সে ক্ষেত্রেও একই রূপে বিচার-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

১১৬৮। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা একজন মোসলমান ও একজন ইহুদীর মধ্যে বিতর্ক ও বাক-বিতণ্ডায় মোসলমান ব্যক্তি কোন বিষয়ের উপর এইরূপ শপথ করিল, ঐ আল্লার শপথ যিনি মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)কে সমস্ত সৃষ্ট জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। ইহুদী ব্যক্তিও তাহার কসমের ক্ষেত্রে বলিয়া উঠিল—"ঐ আল্লার শপথ যিনি মুছা (আলাইহেচ্ছালাম)কে সমগ্র সৃষ্ট জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। এতশ্রবণে মোসলমান ব্যক্তি ক্রোধান্বিত হইয়া ইহুদী ব্যক্তিকে চপেটাঘাত করিলেন। ইহুদী ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া ঘটনা ব্যক্ত করতঃ মোসলমান ব্যক্তির নামে অভিযোগ দায়ের করিল—সে সত্য ঘটনাই বয়ান করিল।

নবী (দঃ) (অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ডাকিয়া আনিলেন এবং) বলিলেন, তোমরা আমাকে মুছা (আঃ) বা অন্য কোন নবীর উপর (এইরূপ) প্রাধান্য দিও না (যাহাতে অন্য নবীর প্রতি অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা ও তাছিল্যের ভাব বা ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন নবী কোন কোন বিশেষত্বের অধিকারী থাকেন। যেমন ইস্রাফিল (আঃ) ফেরেশতার সিঙ্গার প্রথম ফুঁকে) সমস্ত (জীবিত মৃত ও সমস্ত মৃতের রুহ—আত্মা) বেহুঁশ অচৈতন্য হইয়া যাওয়ার পর (দ্বিতীয় ফুঁকের দ্বারা আত্মা সমূহ চৈতন্য লাভ করতঃ আত্মা ও দেহের সংযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে) যখন সকলে চেতনা লাভ করিবে, তখন আমি হইব সর্বপ্রথম সচেতন ব্যক্তি। কিন্তু প্রথম সচেতন হইয়া আমি দেখিতে পাইব, মুছা (আঃ) সচেতন অবস্থায় মহান আরশের কিনারা ও পায়া ধরিয়া রহিয়াছেন। জানি না, তিনি আমার পূর্বেই সচেতন হইয়াছেন, কিম্বা (সিঙ্গার প্রথম ফুঁকের) অচৈতন্যতা হইতে রক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—বিভিন্ন নবীগণের পরস্পর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যবধান একটি অবধারিত বিষয়। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বর্ণনা করিয়াছেন—تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض "রসুলগণের মধ্যে আমি কাউকে কারুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি।" অতঃপর ইহাও নিশ্চিত ও অবধারিত যে, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত নবীগণের উপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হইলেন, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম। এমনকি সর্বসম্মতরূপে তিনি سيد الانبياء সাইয়েদ-তুল আম্বিয়া "সমস্ত নবীগণের সরদার ও প্রধান" سيد المرسلين সাইয়েদ-তুল মোরসালীন "সমস্ত রসুলগণের সরদার বা প্রধান" উপাধিতে ভূষিত। তাই অন্যান্য যে কোন নবীর উপর তাঁহাকে প্রাধান্য দান করায় কোনরূপ বাধা বিঘ্নের অবকাশ থাকিতে পারে না। তবে আলোচ্য হাদীছের নিষেধাজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে, কোন নবী আলাইহেচ্ছালামের প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শন করাকে শরীয়ত অনুমোদন করে না। উল্লিখিত ঘটনায় রসুলুল্লাহ (দঃ) উক্ত ছাহাবীকে এই বিষয়ই সতর্ক করিয়াছিলেন যে, তোমার ভাবভঙ্গি ও ব্যবহারে মুছা আলাইহেচ্ছালামের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার ভাব পরিলক্ষিত হয়, ইহা নিষিদ্ধ।

সমুদয় সৃষ্ট জগতের ধ্বংস সাধনকালে ইস্রাফিল (আঃ) ফেরেস্তার সিঙ্গার প্রথম ফুঁকে অচৈতন্যতা সম্পর্কে কোরআন শরীফে এইরূপ উল্লেখ আছে—

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ

"সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে, যদ্দরুন আকাশ সমূহে অবস্থিত এবং ভূপৃষ্ঠের সকল প্রাণী অচৈতন্য হইয়া পড়িবে, অবশ্য যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হইবে তাঁহারা ঐ অচৈতন্যতা হইতে রক্ষা পাইবেন।" (২৪ পাঃ ৪ রুঃ)

এই রক্ষা প্রাপ্তগণ হইলেন মহান আরশের বাহক ফেরেশতাগণ। মুছা আলাইহেচ্ছালামও তাঁহাদের ন্যায় রক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন না-কি উহার সম্ভাবনা সম্পর্কেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এখানে উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে উল্লিখিত সম্ভাবনার কারণও বর্ণিত হইয়াছে যে, মুছা (আঃ) যখন আল্লাহ তায়ালার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ কামনা করিয়াছিলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা ঐরূপ সাক্ষাতকে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া অভিহিত করতঃ মুছা (আঃ)কে নিকটবর্তী একটি পর্বতের প্রতি দৃষ্টিপাত করার আদেশ করিলেন এবং সেই পর্বতের উপর আল্লাহ তায়ালার নূরের জ্যোতি ও ঝলকের কিঞ্চিৎ উদ্ভব হইলে, সঙ্গে সঙ্গে ঐ পর্বত ভস্মীভূত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল এবং মুছা (আঃ) অচৈতন্য হইয়া ভূপাতিত হইয়া গেছেন। এই ঘটনার বিবরণ কোরআন শরীফের বর্ণিত আছে। (৬ পাঃ ৭ রুঃ দ্রষ্টব্য)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, উক্ত ঘটনায় মুছা (আঃ)-এর অচৈতন্য হওয়ার বিনিময়ে হয়ত আল্লাহ তাঁহাকে সিঙ্গা-ফুঁকের অচৈতন্যতা মুক্ত রাখিবেন। ঐ সময় তাঁহাকে আরশবাহী ফেরেশতাগণের সাথেই রাখিবেন। হাদীছেও উল্লেখ রহিয়াছে, তিনি আরশের পায়া ধরিয়া আছেন।

১১৬৯। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বসিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় এক ইহুদী ব্যক্তি এই অভিযোগ নিয়া উপস্থিত হইল যে, আপনার এক ছাহাবী আমার মুখের উপর চপেটাঘাত করিয়াছে। নবী (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ব্যক্তি? সে বলিল, মদীনাবাসী অমুক ছাহাবী। নবী (দঃ) সেই ছাহাবীকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি তাহাকে মারিয়াছ? ছাহাবী স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, আমি বাজারের ভিতর দিয়া যাইতেছিলাম; তখন শুনিতে পাইলাম এই ইহুদী ব্যক্তি কোন বিষয়ের উপর (এইরূপে কসম খাইতেছে "ঐ আল্লার কসম যিনি মুছা (আঃ)কে বিশ্ব-মানবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন।" তখন আমি তাহাকে বলিলাম, হে খবীস! মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপরও কি (মুছা (আঃ)কে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে)? এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি ক্রোধে বেশামাল হইয়া তাহাকে চপেটাঘাত করিয়াছি। এতচ্ছ্রবণে নবী (দঃ) বলিলেন, নবীগণের মধ্যে কাউকে কাউর উপর (এই ধরণের) প্রাধান্য দিও না (যাহাতে কোন নবীর প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব পরিলক্ষিত হয়)।

স্মরণ রাখিও—কেয়ামত তথা মহা প্রলয়ের সময় (সিঙ্গার প্রথম ফুঁকে সকল প্রাণী মৃত্যুমুখে পতিত হইবে এবং) আত্মাসমূহ অচৈতন্য হইয়া পড়িবে। সিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁকে সকলে সচেতন হওয়াকালে সর্বাগ্রে আমিই সচেতন হইব, কিন্তু চৈতন্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখিতে পাইব, মুছা (আঃ) মহান আরশের একটি খাম জড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে। জানি না—তিনি আমার পূর্বেই সচেতন হইয়াছেন, কিম্বা তাঁহার পূর্বেকার অচৈতন্যতাকে তখনকার অচৈতন্যতার পরিবর্তে গণ্য করিয়া লওয়ায় তখন তিনি অচৈতন্য হইবেন না।

বিচারকের নিকট অভিযুক্তের দোষ বলা

১১৭০। হাদীছ ঃ— عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ .....

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মোসলমানের কোন বস্তু গ্রাস করার জন্য মিথ্যা কসম খাইবে সে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে এমন অবস্থায় উপস্থিত হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি ভয়ানক ক্রুদ্ধ ও রাগান্বিত থাকিবেন।

আশয়াছ (রাঃ) ছাহাবী এই হাদীছ-বর্ণনা শুনিয়া বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই সতর্কবাণী আমারই এক ঘটনা উপলক্ষে ছিল।

আমার এবং এক ইহুদী ব্যক্তির মালিকানায় একটি জমিন ছিল। ইহুদী ব্যক্তি পরে আমার স্বত্বের অস্বীকার করিল। আমি এই বিষয়ে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অভিযোগ পেশ করিলাম। নবী (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সাক্ষী আছে কি? তোমাকে দুই জন সাক্ষী পেশ করিতে হইবে, নতুবা অপর পক্ষকে কসম খাইতে বলা হইবে। আমি আরজ করিলাম, আমার সাক্ষী নাই। তখন তিনি ইহুদী ব্যক্তিকে স্বীয় অস্বীকারুক্তির উপর কসম খাইতে আদেশ করিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! তাহাকে এই সুযোগ দেওয়া হইলে সে নির্ভয়ে (মিথ্যা কসম খাইয়া বসিবে এবং আমার সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবে। আমাদের এই ঘটনা উপলক্ষেই হযরত নবী (দঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম খাইয়া পরের সম্পত্তি অধিকার করিবে, সে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে এমন অবস্থায় উপস্থিত হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর ভয়ঙ্কর রাগান্বিত হইবেন।

হযরতের উক্তির সমর্থনে কোরআন শরীফের এই আয়াতটি নাযেল হইল—

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰئِكَ ...

অর্থ—যাহারা আল্লার নামে মিথ্যা কসম ও অঙ্গীকার করিয়া মূল্যহীন দুনিয়ার কোন ধন-সম্পদ হাসিল করিবে পরকালে সুখ-শান্তির লেশমাত্রও তাহাদের ভাগ্যে জুটিবে না। (তাহাদের প্রতি ক্রোধের দরুণ) আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহাদের সঙ্গে কোন মেহেরবানীর কথাই বলিবেন না, তিনি তাহাদের প্রতি নেক দৃষ্টিও করিবেন না, তাহাদের ক্ষমাও করিবেন না। তাহাদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব রহিয়াছে। (৩ পাঃ ১৬ রুঃ)

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● মৃত্যুর পূর্বে কাহাকেও স্বীয় প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া গেলে সেই প্রতিনিধি মৃত ব্যক্তির পক্ষে দাবী-দাওয়া ইত্যাদি করিতে পারে (৩২৬ পৃঃ)। ● কোন অভিযুক্ত বা অপরাধী সম্পর্কে পলায়ন বা দুষ্কৃতির আশঙ্কা করা হইলে তাহাকে আবদ্ধ করার ব্যবস্থা করা যায়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁহার শাগের্দ একরেমাকে কোরআন শরীফ ও শরীয়তের এলম শিক্ষা দানের জন্য পায়ে বেড়ি লাগাইয়া দিতেন। ● যাহারা কোন গোনাহের কাজে লিপ্ত হয় বা বিবাদ সৃষ্টি করে এরূপ লোককে মুরব্বি ঘর হইতে বহিষ্কার করিতে পারেন। আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মৃত্যুতে তাঁহার ভগ্নি নাজায়েযরূপে বিলাপ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলে খলীফা ওমর (রাঃ) তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন (৩২৬ পৃঃ)। ইমাম বোখারীর উদ্দেশ্য এই ইঙ্গিত করা হইতে পারে যে, কোন এলাকায় কোন ব্যক্তি বা দল দ্বারা শরীয়ত বিরোধী কার্যের তৎপরতা সৃষ্টি হইলে বা ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হইলে শাসন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন বোধে ঐ ব্যক্তি বা দলের প্রতি ঐ অঞ্চল হইতে দেশান্তরের আদেশ প্রবর্তন করিতে পারে। ● অভিযুক্ত অপরাধীকে আবদ্ধ করার জন্য সরকার হাজতখানা তৈরী করিতে পারে। এমনকি মক্কা শরীফ যেখানে জংলী পশু-পক্ষি পর্য্যন্ত আবদ্ধ করা জায়েয নহে, সেখানেও হাজতখানা তৈয়ার করা যায়। খলীফা ওমরের নির্দেশে মক্কা শরীফে হাজতখানার জন্য একটি বাড়ী ক্রয় করা হইয়াছিল। আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) তাঁহার খেলাফত কালে মক্কা শরীফে হাজতখানা বানাইয়াছিলেন (৩২৭ পৃঃ)।

স্বীয় প্রাপ্য ওয়াসিলের তাগাদা করা

১১৭১। **হাদীছ ঃ**—খাব্বাব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে আমি একজন কর্মকার ছিলাম। আমার সেই পূর্ব ব্যবসা সূত্রে আছ ইবনে ওয়ায়েল নামক এক ব্যক্তির নিকট আমার কিছু প্রাপ্য ছিল। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর আমি ঐ ব্যক্তির নিকট স্বীয় প্রাপ্যের তাগাদা করিতে উপস্থিত হইলাম। ঐ ব্যক্তি আমাকে বলিল, যাবৎ আপনি মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)-এর প্রতি সীয় স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করতঃ তাঁহার দল ও ধর্ম ত্যাগ না করিবেন আমি আপনার ঋণ পরিশোধ করিব না। আমি ক্রোধভরে বলিয়া উঠিলাম, (কেয়ামত পর্য্যন্ত তথা) তুমি মৃত্যুর পর পুনঃ জীবিত হইয়া হাশরের মাঠে উপস্থিত হওয়া পর্যন্তও আমি মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর হইতে ঈমান প্রত্যাহার করিব না। এতচ্ছ্রবণে সে বলিল, আমার পুনঃ জীবিত হওয়া সত্য হইলে আপনি অপেক্ষা করুন—মৃত্যুর পর জীবিত হইয়া আমি ধন-জন লাভ করিয়া আপনার ঋণ পরিশোধ করিব। তাহার এইরূপ দম্ভ ও দুরাশাপূর্ণ উক্তির প্রতি তিরস্কারে এই আয়াত নাযেল হয়—

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا ..... وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا

অর্থ—তোমরা ঐ ব্যক্তির দুরাশা, দম্ভোক্তি ও আস্ফালনের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ কি? (তাহার আশা ও উক্তি কি আশ্চর্য্যজনক!) সে আমার (কোরআনের) আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে উপরন্তু সে এই আশা ও আস্ফালন প্রকাশ করে যে, (পুনঃ জীবিত হওয়ার পর কেয়ামতের দিন) আমাকে ধন-জন দান করা হইবে। সে কি এই সব বিষয় অগ্রিম জানিয়া ফেলিয়াছে বা আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে এই বিষয়ের কোন প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়াছে? (তাহার আশায় ছাই, তাহার দম্ভোক্তি ও আস্ফালন সব ভিত্তিহীন।) তাহার এই সব দম্ভোক্তি আমি লিখিয়া রাখিতেছি এবং তাহার আশার বিপরীত আমি তাহার জন্য আজাব ও শাস্তি বর্দ্ধিত করিব। (পুনর্জীবনের পর নূতন ধন-জন লাভ করা ত দূরের কথা, তাহার বর্তমান ধন-জনও তাহার থাকিবে না।) তাহার ধন-সম্পদ ত আমার (বিধি-বিধানের) আওতায় আসিয়া যাইবে এবং সে নিঃসঙ্গ একা আমার দরবারে হাজির হইতে বাধ্য হইবে। (১৬ পাঃ ৮ রুঃ)

পথে পাওয়া বস্তু সম্পর্কে

১১৭২। হাদীছঃ—উবাই ইবনে কায়া'ব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি একটি থলিয়া পাইলাম, উহাতে এক শত স্বর্ণ মুদ্রা ছিল। উহার কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার জন্য আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিলাম। নবী (দঃ) আমাকে উহার সম্পর্কে এক বৎসর পর্যন্ত ঢোল-শোহরতে প্রচার করার আদেশ করিলেন। আমি তাহা করিলাম, কিন্তু মালিকের কোন খোঁজ-খবর পাওয়া গেল না। হযরত (দঃ) আমাকে পুনরায় ঐরূপ আদেশ করিলেন। আমি তাহাই করিলাম, কিন্তু প্রকৃত মালিকের কোন খোঁজ পাইলাম না। তৃতীয় বার আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিলাম। এইবার নবী (দঃ) বলিলেন, স্বর্ণ-মুদ্রাগুলির সংখ্যা ইত্যাদি সঠিকরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া রাখ এবং থলিয়াটির সমুদয় গুণাগুণ, এমনকি মুখ বাঁধিবার রজ্জুটি পর্য্যন্ত পূর্ণরূপে স্মরণ রাখ। যদি মালিক উপস্থিত হয় (অর্থাৎ কোন দাবীদার যদি প্রাপ্ত বস্তুর সঠিক বিবরণ দেয়) তবে উহা তাহাকে দিয়া দিবে। নতুবা তুমি উহা খরচ করিতে পার।

ব্যাখ্যাঃ—প্রাপ্ত বস্তুর গুরুত্ব ও মূল্যমান অনুপাতে কম বেশী সময় শোহরত করা আবশ্যক এবং শোহরত করার স্থান—হাট-বাজার, সভা-সমিতি, মসজিদের সম্মুখ ইত্যাদি জন-সমাবেশের স্থান সমূহ। মালিক সাব্যস্ত হওয়ার জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ আবশ্যক। অবশ্য তাহার বিবরণ দৃষ্টে যদি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, সে-ই প্রকৃত মালিক তবে তাহাকে দেওয়া যাইবে। মালিকের খোঁজ না পাওয়া অবস্থায় যদি প্রাপক স্বয়ং দরিদ্র হয় তবে সে-ই মালিকের পক্ষ হইতে ছদকা স্বরূপ উহা ভোগ করিতে পারে। যদি প্রাপক দরিদ্র না

হয় তবে মালিকের পক্ষে ছদকার নিয়্যত করিয়া দরিদ্রকে দান করিবে। ধনী প্রাপক উহা নিজেও খরচ করিতে পারে, কিন্তু ধার বা কর্জরূপে এবং তাহা কাজী তথা ইসলামী আইনের জজের অনুমতি গ্রহণে হইতে হইবে (আলমগীরী, ২—৩১৬)। প্রত্যেক অবস্থাতেই ঐ বস্তু খরচ হইয়া যাওয়ার পর মালিক উপস্থিত হইলে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। এমনকি ছদকা করার ক্ষেত্রে মালিক ছদকায় সম্মত না হইলে মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে এবং নিজে ছদকার ছওয়াব পাইবে।

১১৭৩। **হাদীছ ঃ**—যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক গ্রাম্য ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল এবং পথে-ঘাটে প্রাপ্ত বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। নবী (দঃ) বলিলেন, বৎসরকাল উহার ঢোল-শোহরত কর, অতঃপর উহার সমুদয় নিদর্শন ভালরূপে স্মরণ রাখ। যদি দাবীদার উপস্থিত হয় (এবং তাহার দাবী প্রমাণিত হয়) তবে তাহাকে উহা প্রদান করিবে। নতুবা তুমি স্বয়ং উহা ভোগ করিতে পারিবে।

ঐ ব্যক্তি হারানো ছাগল-বকরি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে হযরত (দঃ) বলিলেন, উহাকে তুমি রক্ষা করিবে বা অন্য কেহ রক্ষা করিবে, নতুবা বাঘের খোরাক হইবে। (অর্থাৎ উহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করা তোমার কর্তব্য। কারণ উহা ছোট জানোয়ার, উহার হেফাজত না করিলে ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা আছে।)

অতঃপর ঐ ব্যক্তি হারানো উট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন, এমনকি তাঁহার মুখ মণ্ডলের উপর অসন্তুষ্টির নিদর্শন ফুটিয়া উঠিল। নবী (দঃ) বলিলেন, তোমার সহিত উটের (ন্যায় এত বড় হারানো জন্তুর) সম্পর্ক কি? (সে তোমার প্রত্যাশী নহে;) সে নিরাপদে হাটিয়া বেড়াইতে সক্ষম এবং সে নিজেই পানি পান করিতে, এমনকি কতেক দিনের পানি স্বীয় অভ্যন্তরে রক্ষিত রাখিতে ও গাছের লতা-পাতা খাইয়া বেড়াইতে সক্ষম। তুমি উহাকে আবদ্ধ না রাখিলে সে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকিবে এবং তাহার মালিক সহজেই উহার খোঁজ পাইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সোনালী যুগের পরে গরু-ঘোড়া, উট, ইত্যাদি বড় জানায়ারের ব্যাপারেও দুষ্কৃতিকারী মানুষের দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা বিদ্যমান থাকায় ইমাম আবু হানীফার মজহাবে মালিকের নিখোঁজ বড় জানোয়ারকেও হেফাজত করার আদেশ করা হইয়াছে।

১১৭৪। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) এর বর্ণনা, একদা নবী (দঃ) পথ চলাকালীন মাটিতে পতিত একটি খুরমা দেখিতে পাইয়া বলিলেন, যদি এই খুরমাটি ছদকা-খয়রাতের মাল হওয়ার আশঙ্কা না থাকিত তবে আমি নিজেই উহা খাইতাম।

১১৭৫। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন কোন সময় আমি বাড়ী আসিয়া বিছানায় এক দুইটি খুমরা পতিত দেখি। আমি উহা খাইবার ইচ্ছায় উঠাইয়া লই, কিন্তু পরে উহা ছদকার বস্তু বলিয়া আশঙ্কা হয়, তাই উহা রাখিয়া দেই।

ব্যাখ্যা ঃ—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য নফল ছদকা-খয়রাতের বস্তু খাওয়াও হারাম ছিল। তাই নবী (দঃ) অধিক সতর্কতা অবলম্বত করিতেন। অন্য লোক ধনী হইলেও তাহার জন্য নফল দান-খয়রাতের বস্তু হারাম নহে, তাই সকলের জন্য এই সতর্কতা প্রয়োজনীয় নহে।

প্রতিটি বস্তু উহা যত ছোটই হউক না কেন আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত হিসাবে অতি বড় এবং আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের কদর করা আশু কর্তব্য। যে কোন নেয়ামতের বে-কদরী করা দুর্ভাগ্যের কারণ। কোন বস্তু নষ্ট হওয়ার উপক্রম অবস্থায় দেখিলে যাহাতে উহার অপচয় না হয় সেই ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

উল্লিখিত হাদীছ দুইটি দ্বারা বোখারী (রঃ) এই মছআলাহ ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন যে, পথে ঘাটে এক দুইটি খেজুর ইত্যাদি অতি সামান্য বস্তু পতিতাবস্থায় পাওয়া গেলে উহা কি করা হইবে? বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ শরাহ ফতহুল-বারী কিতাবে উল্লেখ আছে যে, ঐরূপ সামান্য বস্তু পথে-ঘাটে পাওয়া গেলে অপচয় হইতে রক্ষা করার জন্য উহা উঠাইয়া লইবে; স্বয়ং উহা খাইতেও পারিবে। অতঃপর নিম্নে বর্ণিত হাদীছখানাও উল্লেখ করিয়াছেন।

হাদীছ শরীফে আছে—নবী পত্নী মাইমুনা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা একদা একটি খেজুর পতিতাবস্থায় দেখিতে পাইয়া উহা উঠাইয়া খাইলেন এবং বলিলেন, কোন বস্তুর অপচয়কে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না।

মছআলাহ ঃ—পথে ঘাটে যদি এরূপ সামান্য বস্তু পাওয়া যায় যাহার প্রতি সাধারণতঃ মালিকের অপেক্ষা ও দাবী থাকে না—এইরূপ বস্তু পাইলে উহার ঢোল-শোহরত করার প্রয়োজন নাই এবং প্রাপক নিজেই উহা ব্যবহার করিতে পারে (হেদায়াহ, ফতহুল-কাদীর)।

মছআলাহ ঃ—নদী-খালে খড়ি ইত্যাদি নগণ্য মূল্যের কাষ্ঠ শ্রেণীর বস্তু পাওয়া গেলে তাহা প্রত্যেক প্রাপকের জন্যই হালাল গণ্য হইবে, সে উহা বিনা দ্বিধায় ব্যবহার করিতে পারিবে। আর যদি উহা এরূপ মূল্যের হয় যাহার প্রতি মালিকের অপেক্ষা ও দাবী থাকিতে পারে তবে পথে পাওয়া মূল্যমানের বস্তুর মছআলাহভুক্ত হইবে (শামী, ৩—৪৪৬)। অবশ্য যদি উহা মালিকবিহীন হওয়া সাব্যস্ত হয়—যেমন, প্রবল বন্যায় ভাসমান পাহাড়ী অঞ্চল বা বন-জঙ্গলের বস্তু বলিয়া সাব্যস্ত হয় তবে অধিক মূল্যমানের হইলেও প্রত্যেক প্রাপকই উহা ব্যবহার করিতে পারিবে (আলমগীরী ২—৩১৫)।

মছআলাহ ঃ—যে স্থানে সাময়িক জনসমাবেশ হয় এবং দূর দূরান্ত হইতে লোকের সমাগম হয়—যেমন, মক্কা শরীফে হজ্জের মৌসুম বা কোন মেলা ইত্যাদি এইরূপ স্থানেও যদি সমাবেশ সমাপ্তির পর কোন বস্তু পাওয়া যায় উহারও পূর্ণ ঢোল-শোহরত এবং প্রচার অবশ্যই করিতে হইবে (৩২৯)।

মছআলাহ ঃ—পূর্ণ ঢোল-শোহরত করার পর দীর্ঘ দিন এমনকি বৎসরেরও অধিককাল পর মালিক উপস্থিত হইলে (মূল্যবান) পাওয়া বস্তু তাহাকে প্রত্যার্পণ করিতে হইবে; ব্যয় করা হইয়া থাকিলে ক্ষতিপূরণ দান করিতে হইবে। (৩২৯ পৃঃ)

মছআলাহ ঃ—পাওয়া বস্তু সম্পর্কে যদি দৃঢ় আশঙ্কা হয় যে, উহার হেফাজত না করা হইলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে বা আত্মসাতকারীর হাতে পড়িবে সে ক্ষেত্রে উহার হেফাজত করা ফরজ হইবে (৩২৯ পৃঃ, আলমগীরী, ২—৩১৪)।

অনুমতি ব্যতিরেকে অপরের পশুর দুগ্ধ দোহাইবে না

১১৭৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এরূপ নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন যে, অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ কাহারও পশুর দুগ্ধ দোহাইয়া আনিবে না। হযরত (দঃ) (এই নিষেধাজ্ঞার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ ইহা ভালবাসিতে পারে কি যে—অন্য কেহ তোমার গৃহে রক্ষিত গোলাজাত ধান-চাউল খাদ্যবস্তু গোলা ভাঙ্গিয়া হরফ করিয়া নেয় ? (তাহা কখনও নহে) তদ্রূপ মানুষের পশুসমূহের স্তন তাহাদের দুগ্ধ-ভাণ্ডার স্বরূপ। তাই তাহাদের অনুমতি ব্যতিরেকে উহা হইতে দুগ্ধ বাহির করিয়া আনিবে না।

মছআলাহ ঃ—যদি কোন দেশে এরূপ মহানুভবতা প্রচলিত থাকে যে, তাহাদের পশু-পাল হইতে পথিকের জন্য প্রয়োজনে দুধ দোহাইবার অনুমতি আছে—সে ক্ষেত্রে পথিক সেই সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে (৩২৯ পৃঃ)।

অন্যায় অত্যাচার ও অবিচারের পরিণতি

সর্বাধিক বড় অন্যায় ও অবিচার হইল স্বীয় প্রভু সৃষ্টিকর্তা বা তাঁহার প্রতিনিধি রসুল ও তাঁহার বাণী ও আহ্বানকে অবজ্ঞা করা। তাই উহার পরিণতিও ভয়াবহ।

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۔ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ

فِيْهِ الْاَبْصَارُ ..... وَلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۔

অর্থ—তোমরা কখনও এই ধারণা করিও না যে, আল্লাহ তায়ালা পাপিষ্ঠ অন্যায়কারীদের কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। (তিনি তাহাদের সমুদয় কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া

থাকেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি বিধান না করিয়া) তাহাদের পূর্ণ শাস্তি একমাত্র ঐ দিন পর্য্যন্ত মুলতবী রাখিয়া থাকেন যেই দিন (ভয়ঙ্কর অবস্থা দৃষ্টে) সকলের চক্ষু উলটিয়া যাইবে। সকলেই (আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া) মাথা উঁচু করিয়া তাকাইয়া থাকিবে; কেহই চোখের পাতা মারিবে না এবং সকলেই ভীত, নিরাশ এবং হুঁশ-হারা হইবে। (হে আমার রসুল!) আপনি বিশ্ববাসীকে ভীষণ আজাব হইতে সতর্ক করিয়া দিন। যেই দিন ঐ আজাব উপস্থিত হইবে সেই দিন পাপিষ্ঠ অন্যায়কারীরা এই বলিয়া আর্তনাদ করিবে, হে পরওয়ারদেগার! আমাদিগকে পুনঃ কিছু সময়ের সুযোগ দান করুন; এইবার আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিব এবং আপনার প্রেরিত রসুলগণের অনুসারী হইব।

(আল্লাহ তায়ালা তিরস্কার পূর্বক তাহাদিগকে বলিবেন,) তোমরা শপথ করিয়া বলিয়া থাকিতে নয় কি যে, তোমাদের ইহজগৎ ত্যাগ করিতে হইবে না? অথচ তোমরা পূর্ববর্তী পাপিষ্ঠ অন্যায়কারীদের পরিত্যক্ত জগতে বসবাস করিয়াছ এবং ইহাও ভালরূপে জ্ঞাত ছিলে যে, আমি সেই সব অন্যায়কারীদের প্রতি কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলাম। তোমাদের সম্মুখে দৃষ্টান্তকারে সেই সব পাপিষ্ঠদের বহু ঘটনার উল্লেখও করা হইয়াছিল। সেই সব পাপিষ্ঠ অন্যায়কারীরা (আল্লার দিনের বিরুদ্ধে) কত রকমের ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি করিয়াছিল। বস্তুতঃ তাহাদের দুরভিসন্ধিগুলি পাহাড় পর্বত নিশ্চিহ্নকারী তুল্য ছিল, (কিন্তু তাহাদের সে সব দুরভিসন্ধি আল্লাহ তায়ালার অজ্ঞাত ছিল না; তিনি ঐ সবকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া ছিলেন।) তোমরা ভাবিও না, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসুলগণকে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করিবেন না, (নিশ্চয় তিনি অঙ্গীকার রক্ষা করিবেন।) আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

সকলে ঐ দিনকে স্মরণ কর, যেই দিন এই আসমান-জমিন ধ্বংস হইয়া উহার স্থলে ভিন্ন আসমান-জমিন সৃষ্টি হইবে এবং সকলেই হিসাব-নিকাশের জন্য পরাক্রমশালী এক আল্লার সম্মুখে উপস্থিত হইবে। সেই দিন পাপিষ্ঠ অপরাধীদের পা লৌহ বন্ধনীতে আবদ্ধ দেখিতে পাইবে। আলকাতরার ন্যায় পেট্রোল জাতীয় বস্তু দ্বারা তাহাদের সর্ব শরীর আবৃত করা হইবে এবং তাহারা আপাদমস্তক জাহান্নামের অগ্নিতে বেষ্টিত হইবে। সেই দিনের অনুষ্ঠান এই উদ্দেশ্যেই হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেককে তাহার কর্মফল দান করিবেন। আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক হিসাব নিকাশ সম্পন্ন করিতে বিলম্ব হইবে না।

বিশ্ববাসীর প্রতি আমার এই ঘোষণা—তাহাদিগকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে এবং তাহারা যেন মনে-প্রাণে দৃঢ়তার সহিত বুঝিয়া ও গ্রহণ করিয়া নেয় যে, একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালাই মাবুদ ও উপাস্য এবং বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মানব যেন এই সতর্কবাণীকে উপদেশরূপে গ্রহণ করিয়া নেয়। (১৩ পাঃ ১৯ রুঃ)

বেহেশত লাভকারীদের পরস্পর অন্যায়-অবিচার সমূহের কর্তন ও পরিশোধের ব্যবস্থা করা হইবে

১১৭৭। হাদিছ ঃ—আবু সায়ীদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, মোমেনগণ দোযখের (উপরস্থ পুল-ছেরাত অতিক্রম করিয়া) শেষ প্রান্তে পৌছিলে পর অবতরণের পূর্বে তাহাদিগকে অপেক্ষমান রাখা হইবে। জাগতিক জীবনে তাঁহাদের পরস্পরের অন্যায়-অবিচারগুলি কর্তন ও পরিশোধের ব্যবস্থা করা হইবে। পরস্পর কর্তনের দ্বারা যখন প্রত্যেকেই পরিছন্ন হইয়া যাইবে তখন তাহাদিগকে বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইবে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেন, আমি ঐ আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, যাহার হস্তে মোহাম্মদের প্রাণ—মোমেনগণের প্রত্যেকটি ব্যক্তির নিকট বেহেশতস্থিত স্বীয় বাড়ী-ঘর জাগতিক বাড়ী-ঘর অপেক্ষা অধিক পরিচিত হইবে।

মোসলমান পরস্পর জুলুম ও অত্যাচার করিতে পারে না

১১৭৮। হাদীছ ঃ— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهٗ وَلَا يُسْلِمُهٗ وَمَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهٖ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই। এক মোসলমান অন্য মোসলমানের উপর অন্যায় অত্যাচার করিতে পারে না, সে তাহাকে শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত ও অত্যাচারিত অবস্থায় রক্ষা করার চেষ্টা না করিয়া পারে না। যে ব্যক্তি স্বীয় মোসলমান ভ্রাতার প্রয়োজন মিটানোর চেষ্টায় রত হয় আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রয়োজন মিটাইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি মোসলমানের সম্মানহানিকর বিষয়বস্তু গোপন রাখিয়া তাহার সম্মান রক্ষা করে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহার সম্মান রক্ষা করিবেন।

মোসলমান ভ্রাতার সাহায্য করা

১১৭৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, স্বীয় মোসলমান ভ্রাতার সাহায্য কর—সে অত্যাচারী হউক বা অত্যাচারিত হউক। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! তাহাকে অত্যাচারিত

হওয়া অবস্থায় ত সাহায্য করিব, কিন্তু অত্যাচারী হওয়া অবস্থায় কিরূপে সাহায্য করিব ? নবী(দঃ) বলিলেন, অত্যাচার করা হইতে বিরত রাখা এবং বাধা দেওয়াই তাহাকে সাহায্য করা।

১১৮০। **হাদীছ ঃ**—আবু মুছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, মোমেনগণের পরস্পর সম্পর্ক এইরূপ হওয়া চাই যেরূপ একটি দেয়ালের ইটসমূহ ; তাহারা একে অন্যের দ্বারা শক্তিশালী হইবে। অতঃপর নবী (দঃ) এক হাতের অঙ্গুলিসমূহ অপর হাতের অঙ্গুলির ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখাইলেন, (মোসলমানগণ এইরূপে একতার সহিত একে অন্যের বলবর্দ্ধক হইয়া থাকিবে।)

অত্যাচারী হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন— لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ

অর্থাৎ খারাব বিষয় (এমনকি কাহারও কোন দোষের কথা যদিও উহা বাস্তব সত্য হয়) প্রকাশ করাতে আল্লাহ তায়ালা নারাজ ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, অবশ্য যদি কেহ কাহারও দ্বারা অত্যাচারিত হয়—(এমতাবস্থায় অত্যাচারীর অত্যাচারকে প্রকাশ করার অনুমতি আছে।)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ -

অর্থাৎ—মোসলমানদের স্বভাব এই যে, তাহারা নিষ্পেষিত ও পদদলিত হওয়া অবস্থায় বসিয়া থাকে না ; অত্যাচারীকে তাহারা সমুচিত জবাব দিয়া থাকে।

ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ) এই আয়াত সম্পর্কে বলিয়াছেন, মোসলমানগণ অপমান অবলম্বন পূর্বক বসিয়া থাকে না ; হাঁ—ক্ষমতা, শক্তি ও সামর্থ্যের ক্ষেত্রে ক্ষমাকারী ও বিনয়ী হয়।

অত্যাচারিত হইয়াও ক্ষমা করা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا

অর্থাৎ তোমরা যে কোন নেক্‌কাজ প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে কর (আল্লাহ তায়ালা উহার প্রতিফল দান করিবেন।) কিম্বা (প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে) কাহারও কোন ত্রুটি, অন্যায়, অত্যাচার ও অপরাধ ক্ষমা কর (উহারও প্রতিদান তোমরা পাইবে। ক্ষমা করা কর্তব্য, কারণ) আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান হইয়াও ক্ষমাকারী।

এক হাদীছে আছে—এক ব্যক্তি তাহার ক্রীতদাসকে মারিতেছিল, পেছন হইতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, اللّٰه اقدر عليك منك عليه স্মরণ রাখিও—ক্রীতদাসের উপর তোমার ক্ষমতা অপেক্ষা তোমার উপর আল্লার ক্ষমতা অধিক।

এক হাদীছে আছে-- اِرْحَمُوا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ

"আল্লার বান্দাদের প্রতি তুমি দয়ালু হও; আল্লাহ তায়ালা তোমার প্রতি দয়াল হইবেন।"

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন--

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا - فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ....

অর্থ—অন্যায়ের প্রতিশোধ সমপরিমাণ গ্রহণ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষমা প্রদর্শন করিবে এবং তিক্ততা পরিত্যাগ করতঃ উত্তম সম্পর্ক সৃষ্টি করিবে তাহার এই কার্য্যের প্রতিদান ও প্রতিফল আল্লাহ তায়ালার নিকট সে অনিবার্য্যতঃ লাভ করিবে। আল্লাহ তায়ালা অন্যায়কারী অত্যাচারীর প্রতি সন্তুষ্ট নহেন। যে ব্যক্তি অত্যাচারিত হইয়া (সমপরিমাণ) প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাহার উপর অভিযোগ প্রবর্তিত হইবে না। অভিযুক্ত অপরাধী সাব্যস্ত হইবে ঐরূপ ব্যক্তিরা যাহারা মানুষের প্রতি অত্যাচার করে এবং জগতের বুকে সীমা অতিক্রম করিয়া বেড়ায়—যাহা করিবার অধিকার তাহার মোটেও নাই; এরূপ ব্যক্তিদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ধৈর্য্যধারণ করিবে এবং অপরের ত্রুটি, অপরাধ মার্জনা ও ক্ষমা করিবে বস্তুতঃ তাহার এই কার্য্য বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ পরিগণিত হইবে। (৫ পাঃ ৫ রুঃ)

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে—হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি অত্যাচারিত হইয়া ক্ষমা প্রদর্শন করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সম্মানিত করিবেন ও সাহায্য দান করিবেন। (ফতহুল-বারী)

অত্যাচারের বিষময় ফল

১১৮১। হাদীছঃ— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

অর্থ--আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, (তোমরা জুলুম অত্যাচার হইতে সংযমী হও;) জুলুম-অত্যাচার কেয়ামতের দিন অত্যাচারী ব্যক্তিকে নানা রকম (কঠিন বিপদের) অন্ধকারে পতিত করিবে।

মজলুমের বদ-দোয়াকে ভয় করা

১১৮২। হাদীছঃ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মোয়াজ (রাঃ)কে ইয়ামান দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাকে এই আদেশ করিলেন যে, মজলুমের বদ-দোয়া ও অভিশাপকে ভয় ও পরিহার করিয়া চলিবে। (অর্থাৎ কাহারও প্রতি জুলুম করিবে না; কাহারও প্রতি জুলুম করিলে নিশ্চয় সে বদ-দোয়া ও অভিশাপ করিবে।) মজলুমের বদ-দোয়া সরাসরি আল্লার দরবারে পৌছিয়া থাকে। কোন কিছুই উহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না।

অন্যের হক মাফ করাইয়া লওয়া

১১৮৩। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির উপর তাহার অন্য মোসলমান ভাইয়ের মানহানি বা অন্য কোন বস্তু সম্পর্কীয় হক থাকে তাহার কর্তব্য হইবে—ইহজীবনেই উহা হইতে মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করা। তাহার সম্মুখে এমন এক দিন আসিবে যেই দিন কাহারও নিকট কোন প্রকার ধন-দৌলত থাকিবে না। যদি তাহার নিকট নেক আমল থাকে তবে ঐ হক অনুপাতে তাহার নেক আমল ছিনাইয়া লওয়া হইবে। আর যদি তাহার নিকট নেক আমল না থাকে তবে হকদারের গোনাহের বোঝা তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—মোসলেম শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) প্রকৃত গরীব ও দরিদ্রের ব্যাখ্যা দান করতঃ বলিয়াছেন—আমার উম্মতগণের মধ্যে প্রকৃত গরীব ও দরিদ্র ঐ ব্যক্তি, যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাৎ ইত্যাদির নানারকম এবাদত-বন্দেগী লইয়া উপস্থিত হইবে। কিন্তু সে স্বয়ং উহার ফলাফল ভোগ করার সুযোগ মোটেই পাইবে না। বিভিন্ন ব্যক্তি তাহার এবাদৎ ছিনাইয়া লইয়া যাইবে। কাহাকেও সে গালি গালাজ করিয়াছিল, কাহাকেও অন্যায়রূপে খুন করিয়াছিল, কাহারও ধন-সম্পদ সে আত্মসাৎ করিয়াছিল; এইসব লোক কেয়ামতের দিন নিজ নিজ হকের ক্ষতিপুরণ ওয়াসিল করিতে উপস্থিত হইবে, তখন তাহার নেক আমলসমূহ হইতে তাহাদিগকে ক্ষতিপুরণ দান করা হইবে। যদি সকলের ক্ষতিপুরণ পরিশোধের পুর্বেই তাহার নেক আমল সমূহ নিঃশেষ হইয়া যায় তবে অতঃপর হকদারগণের গোনাহের বোঝা তাহার উপর চাপান হইবে। এইরূপে সে সমুদয় নেক আমল হারাইয়া রিক্তহস্তে গোনাহের বোঝা লইয়া জাহান্নামে পতিত হইবে।

মছআলাহ ঃ—কাহারও উপর অন্যের গীবৎ-শেকায়েত বা নিন্দা ও অপবাদ সম্পর্কীয় হক থাকিলে তাহা মাফ করাইবার জন্য হকদারের নিকট অবপাদের বিবরণ দানে ক্ষমা প্রার্থনা করা আবশ্যক নহে; বিবরণ ব্যতিরেকে অনির্দিষ্টরূপে সাধারণভাবে ক্ষমা করানো যথেষ্ট হইবে।

মছআলাহ ঃ—এক ব্যক্তির উপর অপর ব্যক্তির ধন-সম্পদের হক তথা প্রাপ্য আছে। প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিল, আমার উপর আপনার যত রকম হক বা প্রাপ্য তাহা আমাকে মাফ করিয়া দেন—ছাড়িয়া দেন; দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, আপনার উপর আমার যত হক বা প্রাপ্য আছে সব আমি ছাড়িয়া দিলাম। দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি তাঁহার প্রাপ্য ধন-সম্পদ সম্পর্কে জ্ঞাত ও সচেতন থাকিয়া এরূপ বলিয়া থাকে তবে সর্বসম্মতরূপে দুনিয়া-আখেরাতে প্রথম ব্যক্তি উক্ত হক হইতে রেহায়ী পাইয়া যাইবে। আর যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি উহা সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকিয়া ঐরূপ বলিয়া থাকে, তবে শুধু দুনিয়ার বিচারে প্রথম ব্যক্তি রেহায়ী পাইবে, আখেরাতের রেহায়ী সম্পর্কে মতভেদ আছে।

ইমাম আবু ইউসুফের মতে সে আখেরাতেও রেহায়ী পাইবে—এই মতের উপরই ফতওয়া; কিন্তু ইমাম মোহাম্মদের মতে আখেরাতে রেহায়ী পাইবে না। (আলমগীরী ৪—৩৮৬, কাজীখান)

মছআলাহ:—এক ব্যক্তির উপর অপর ব্যক্তির ধন দৌলতের হক বা প্রাপ্য রহিয়াছে দ্বিতীয় ব্যক্তি সে সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান আছে, কিন্তু পরিমাণ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জ্ঞাত নহে। এমতাবস্থায় প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিয়াছে, আমার নিকট আপনার যাহাই প্রাপ্য রহিয়াছে উহা হইতে আমাকে আপনি রেহায়ী দান করুন। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিয়াছে, দুনিয়া আখেরাতে তোমাকে রেহায়ী দিয়া দিলাম। এ ক্ষেত্রে দুনিয়ার বিচারে সে সম্পূর্ণ ঋণ হইতেই মুক্তি পাইবে, কিন্তু আখেরাতে শুধু ঐ পরিমাণ ঋণ হইতে সে মুক্তি পাইবে যে পরিমাণ রেহায়ীদাতার ধারণায় প্রাপ্য ছিল; প্রকৃত প্রস্তাবে যদি তাহার ধারণা অপেক্ষা প্রাপ্যের পরিমাণ অনেক বেশী হয় তবে উহা প্রকাশ করতঃ মুক্তি লাভ না করিলে ঐ বেশী পরিমাণ হইতে রেহায়ী লাভ হইবে না (আলমগীরী ৪—৩৮)।

মছআলাহ:—এক ব্যক্তির কোন বস্তু জবরদস্তি মুলক বা গোপন ভাবে অন্যে হস্তগত করিয়াছে; অতঃপর ঐ মালিক ব্যক্তি তাহার সমুদয় হক বা প্রাপ্য হইতে কিম্বা বিশেষ ভাবে ঐ বস্তু হইতেই হস্তগতকারীকে রেহায়ী দান করিয়াছে—এক্ষেত্রে যদি ঐ বস্তু পূর্বেই ব্যয় বা বিনষ্ট হইয়া গিয়া থাকে তবে উহার ক্ষতিপূরণ দান হইতে সে মুক্তি পাইবে। যদি ঐ বস্তু এখনও বিদ্যমান থাকে তবে উহা মালিককে ফেরত দিতে হইবে; ফেতর না দেওয়া পর্য্যন্ত উহা তাহার হাতে আমানত পরিগণিত হইবে (আলমগীরী ৪—২৮৭)। অবশ্য যদি বিদ্যমান আছে জানিয়াও মালিক দাবী ছাড়িয়া দেয়, তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা।

মছআলাহ:—যে কোন শ্রেণীর পাওনাদার তাহার প্রাপ্য হইতে ঋণী ব্যক্তিকে মুক্তিদান করিলে সেই মুক্তিদান নাকচ করার ক্ষমতা তাহার থাকে না; সে আর এই প্রাপ্যের দাবী করিতে পারিবে না (৩৩১ পৃঃ এবং কাজীখান)।

● কেহ তাহার নিজের জিনিষ অপরকে ভোগ করিতে দিল বা উহা তাহার জন্য হালাল বলিয়া দিল, কিন্তু কোন বিবরণ উল্লেখ করিল না—এরূপ ক্ষেত্রে উপস্থিত কথাবার্তা ও আলোচনা ইত্যাদি দৃষ্টে কোন বিবরণ ও পরিমাণ উদ্দেশ্য বলিয়া সাব্যস্ত হইলে তাহাই গৃহিত হইবে। ঐরূপ কোন কিছু সাব্যস্ত করার সূত্র বিদ্যমান না থাকিলে সচরাচর এরূপ ক্ষেত্রে যাহা উদ্দেশ্য হয় তাহাই গৃহিত হইবে। ফেকার কেতাব হইতে এরূপ কতিপয় নজির—

মছআলাহ:—এক ব্যক্তি বলিল, আমার মাল তোমার জন্য হালাল। এই ক্ষেত্রে শুধু টাকা-পয়সার ব্যাপারে অনুমতি হইবে; অন্য বিষয়-সম্পদ—যেমন, ফল-ফসল ও পশুপাল ইত্যাদির জন্য অনুমতি হইবে না (ফতওয়া বজ্জাযিয়া)।

মছআলাহ্ঃ—এক ব্যক্তি বলিল, তোমার জন্য আমার মাল হইতে খাওয়া, নেওয়া এবং দান করা হালাল করিয়া দিলাম এই ক্ষেত্রে তাহার নিজে খাওয়াত সর্বসম্মতরূপে হালাল ; আর নেওয়া ও দান করার অনুমতি সম্পর্কে দ্বিমত রহিয়াছে—ফতওয়া বজ্জাযিয়ায় তাঁ; এবং কাজীখানে না রহিয়াছে।

মছআলাহ্ঃ—এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে অনুমতি দিল, তুমি আমার বাগানে যাইয়া আঙ্গুর নিতে পার। এক্ষেত্রে অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি তাহার পেট ভরা পরিমাণ নিতে পারিবে ; (কাজীখান)

জায়গা-জমি অন্যায়রূপে দখল করা

১১৮৪। হাদীছঃ—ছায়ীদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি (অন্যের) ভূমির কিছু অংশও অন্যায় রূপে গ্রাস করিবে (কেয়ামতের দিন) সাত তবক জমি হইতে সেই পরিমাণ জমিন তাহার গলায় ফাঁদরূপে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

ব্যাখ্যাঃ—অন্যান্য হাদীছে আছে, পরকালে শাস্তিভোগী ব্যক্তিদেরকে বিরাট আকারে গঠিত করা হইবে ; তাহাদের এক একটি দাঁত পর্বত সমতুল্য হইবে।

১১৮৫। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়রূপে কাহারও জায়গা-জমিনের কোন অংশ দখল করিবে সে কেয়ামতের দিন সাত তবক জমিনের নীচ পর্য্যন্ত ধ্বসিত হওয়ার শাস্তি ভোগ করিবে।

অনুমতি লইয়া অন্যের হক ভোগ করা

১১৮৬। হাদীছঃ—জাবালা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক সময়ে আমরা ইরাকবাসী কয়েকজন লোক মদীনা শরীফে অবস্থানরত ছিলাম। তখন তথায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। শাসনকর্তা আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) আমাদের জন্য সরকারী সাহায্য ভাণ্ডার হইতে খুরমা প্রদান করিয়া থাকিতেন।

তদাবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবী যখনই আমাদের নিকটবর্তী যাতায়াত করিতেন তখনই আমাদের নিকট এই হাদীছখানা বর্ণনা করিতেন---রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন, দুই ব্যক্তি একত্রে খুরমা (ইত্যাদি) খাইতে বসিলে একজন একত্রে দুই দুইটি খুরমার গ্রাস লইবে না। হাঁ—যদি অপর ব্যক্তি হইতে অনুমতি লয় তবে ঐরূপ করিতে পারিবে।

১১৮৭। হাদীছঃ—আবু মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনাবাসী এক ছাহাবীর একটি ক্রীতদাস ছিল ; সে খানা পাকাইতে খুব পটু ছিল। একদা তাহার মনিব তাহাকে বলিলেন, তুমি পাঁচজন লোকের উপযোগী খানা তৈয়ার কর। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে অন্য চার জন সঙ্গী সহ দাওয়াত করিতে চাই ; আমি তাঁহার ক্ষুধার্ত

রূপ অনুধাবন করিয়াছি। অতঃপর ঐ ছাহাবী রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে তাঁহার সঙ্গে আরও চারজন সঙ্গী সহ দাওয়াত করিলেন। এমতাবস্থায় অতিরিক্ত একজন তাঁহাদের সঙ্গী হইল--যাহার দাওয়াত ছিল না। নবী (দঃ) দাওয়াতকারীকে বলিলেন, এই ব্যক্তি অতিরিক্ত আমাদের সঙ্গে আসিয়াছে, তাহার জন্য দাওয়াতে শরীক হওয়ার অনুমতি আছে কি? ঐ ছাহাবী বলিলেন, হাঁ—অনুমতি আছে।

ঝগড়া-বিবাদকারী ব্যক্তির পরিণতি

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে মোনাফেকদের নিদর্শন উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহারা অধিক ঝগড়া-বিবাদকারী হইয়া থাকে।

১১৮৮। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত ঐ ব্যক্তি যে অধিক ঝগড়া-বিবাদকারী হয়।

মিথ্যা মোকদ্দমা করার পরিণতি

১১৮৯। হাদীছ ঃ—উম্মে-ছালমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় গৃহ-দ্বারের নিকট বাদী-বিবাদীর তর্ক-বিতর্কের শব্দ শুনিতে পাইলেন। তাহাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসার জন্য হযরত (দঃ) গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া তাহাদের উভয়কে বলিলেন, স্মরণ রাখিও—আমি একজন মানুষ (আমি আল্লাহ তায়ালার ন্যায় অন্তর্যামী বা সর্বজ্ঞ নহি)। বাদী-বিবাদীর নালিশ আমার নিকট উপস্থিত করা হইয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কোন এক পক্ষ (তাহার দাবী মিথ্যা হওয়া সত্ত্বেও সে) বাগ্মী এবং বাক-পটু হওয়ার দরুণ হয় ত আমি তাহার পক্ষেই রায় দান করিতে পারি।

তোমরা জানিয়া রাখিও, আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আমি যদি ঐরূপে কাহাকেও অপরের কোন হক ও সত্ব প্রদান করি তবে তাহাকে বুঝিতে হইবে—আমি যেন তাহাকে জাহান্নামের অগ্নিখণ্ড প্রদান করিলাম। এই বিষয় উপলব্ধি করিয়া সে ঐ জাহান্নামের অগ্নিখণ্ড গ্রহণ করিবে বা পরিত্যাগ করিবে।

অন্যায়রূপে আত্মসাৎকারীর ধন হইতে স্বীয় হক ওয়াসিল করার সুযোগ পাইলে?

১১৯০। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আবু সুফিয়ান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর স্ত্রী হেন্দা (রাঃ) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন, আমি সন্দেহাতীত রূপে বলিতেছি, আমার স্বামী আবু সুফিয়ান কৃপণ স্বভাবের লোক। তিনি উদারতার সহিত পরিবারবর্গের প্রতি খরচ করেন না। এমতাবস্থায় তাঁহার অজ্ঞাতে আমি তাঁহার ধন হইতে ছেলে-মেয়েদের জন্য ব্যয় করিলে তাহাতে আমার গোনাহ হইবে কি? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি ছেলে-মেয়েদের প্রয়োজন পরিমাণ খরচ করিলে তাহাতে তোমার গোনাহ হইবে না।

১১৯১। হাদীছ ঃ—ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এই অভিযোগ জানাইলাম যে, আপনি আমাদিগকে দূর দেশে পাঠাইয়া থাকেন, আমরা পরদেশে নিরাশ্রয়রূপে স্থানীয় লোকদের অতিথি স্বরূপ তাহাদের নিকট উপস্থিত হই, কিন্তু তাহারা এমতাবস্থায় আতিথেয়তার কর্তব্য পালন করে না। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এমতাবস্থায় স্থানীয় লোকগণ তোমাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করিলে তোমরা তুষ্ট থাক, যদি তাহারা তোমাদের সহায়তা করিতে অস্বীকৃত হয় তবে তাহাদের নিকট হইতে আতিথেয়তার হক আদায় করিতে পার।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লিখিত ব্যবস্থা এই সূত্রে প্রবর্তিত হইত যে কোন দেশ বা কোন জাতির সঙ্গে চুক্তি বা সন্ধি করাকালীন এইরূপ শর্ত আরোপ করা হইয়া থাকিত যে, মোসলমান মোজাহেদগণকে প্রয়োজন ক্ষেত্রে সহায়তা করিতে হইবে। তাই ইহা একটি আইনগত ও ন্যায় সঙ্গত প্রাপ্য হক ছিল। প্রয়োজন স্থলে উহা প্রদানে সকলকে প্রস্তুত রাখার উদ্দেশ্যে হুমকি স্বরূপ এই অনুমতি প্রচার করা হইয়াছিল যে, ঐ আইনগত প্রাপ্য প্রদানে গড়িমসি করা হইলে তাহা বাধ্যতামূলক উসুল করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

উল্লিখিত হাদীছে বর্ণিত ব্যবস্থা প্রয়োগের আরও একটি স্থান আছে—কোন ব্যক্তি পরদেশে এরূপ নিঃসহায় ও নিরুপায় হইয়া পড়ে যে, স্থানীয় লোকদের সহায়তা ব্যতিরেকে উপস্থিত তাহার জীবন বাঁচান অসম্ভব হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ পার্বত্য এলাকার কঠিন পথে বিচ্ছিন্ন বস্তি সমূহে যাতায়াতে এইরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়।

এতদ্ভিন্ন ইসলামের দৃষ্টিতে আতিথেয়তা বিশেষ জরুরী কার্য্য, এমনকি কোন কোন আলেম উহাকে ওয়াজেব বলিয়াছেন। অন্যান্য ইহামগণের মতে সাধারণতঃ উহা ওয়াজেব না হইলেও উহা বিশেষ একটি ছুন্নতে-মোয়াকাদাহ। তাই উহার প্রতি বিশেষ তাকিদ প্রয়োগ উদ্দেশ্যে এইরূপ বলা হইয়াছে।

এক হাদীছে বর্ণিত আছে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, তাহার কর্তব্য হইবে অতিথির সেবা করা।

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত আছে, কোন ব্যক্তির গৃহে তাহার অতিথি অনাহারে রাত্রি যাপন করিলে অন্য মোসলমানগণের কর্তব্য হইবে ঐ ব্যক্তির ধন-সম্পদ হইতে অতিথির হক ওয়াসিল করিয়া দেওয়া।

অবশ্য কতিপয় হাদীছ দ্বারা ইহাও প্রমাণিত আছে যে, অতিথির হক—শুধু মাত্র এক দিন এক রাত্র বিশেষরূপে তাহার সেবা করা। আর অতিরিক্ত দুই দিন সাধারণ রূপে আহার যোগান। অতঃপর আতিথেয়তা থাকিবে না, বরং দান-খয়রাত ও ছদকা প্রদান স্বরূপ গণ্য হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আলোচ্য পরিচ্ছেদের মছআলাহ সম্পর্কে হানাফী মজহাব মতে (বিশেষ সতর্কতাবলম্বন স্বরূপ) সাধারণতঃ শর্ত আরোপ করা হইয়াছে যে, স্বীয় প্রাপ্য

বস্তু জাতীয় কোন বস্তু যদি হস্তগত হয় তবেই উহা হইতে স্বীয় হক উসুল করিতে পারিবে। কিন্তু যদি অন্য জাতীয় বস্তু হস্তগত হয় তবে সে স্থলে মালিকের সম্মতি ব্যতিরেকে স্বীয় হকের বিনিময় রাখিয়া লওয়া জায়েয হইবে না। কারণ, এই ক্ষেত্রে হস্তগত বস্তুর মূল্য নির্দ্ধারণ আবশ্যক হয়, অথচ প্রাপকের এই অধিকার নাই যে, সে অন্য মালিকের বস্তুর মূল্য নিজ ইচ্ছামতে নির্দ্ধারণ করে। পক্ষান্তরে হস্তগত বস্তু, প্রাপ্য বস্তু জাতীয় হইলে সেই ক্ষেত্রে মূল্য নির্দ্ধারণের প্রশ্ন আসে না, তাই উহা হইতে স্বীয় প্রাপ্য পরিমাণ রাখিতে পারিবে। অবশ্য অন্যান্য ইমামগণ এবং হানাফী মজহাবের পরবর্তী আলেমদের মতে (মূল্য নির্দ্ধারণে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনে) সব রকম হস্তগত বস্তু হইতেই স্বীয় প্রাপ্যের পরিমাণ উসুল করিতে পারিবে। (ফয়জুলবারী দ্রষ্টব্য)

প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন

১১৯২। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এক প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীর দেওয়ালের উপর আবশ্যক বোধে আরকাঠ বা কড়িকাঠ ইত্যাদি রাখিতে চাহিলে উহাতে বাধা দেওয়া চাই না।

আবু হোরায়রা (রাঃ) এই হাদীছখানা বর্ণনা করিয়া উপস্থিত শ্রোতাগণের মধ্যে এইটু বিরূপভাব লক্ষ্য করিতে পারায় তাহাদিগকে তিরস্কার করতঃ বলিলেন, আমি তোমাদের সম্মুখে নিশ্চয় এই হাদীছখানা বর্ণনা করিবই।

রাস্তা-ঘাটে বসা

চলাচল পথের ধারে নিজের জায়গায় বা নিজ বাড়ীর আঙ্গিনায় বসিতেও অনেক দায়িত্ব বহন করিতে হইবে।

১১৯৩। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা রাস্তার কিনারায় বসিও না। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন (দরিদ্রতার দরুন আমাদের বাড়ী-ঘরে কোন সুব্যবস্থা না থাকায়) রাস্তার কিনারায় বসা পরিত্যাগ করিতে আমরা অপরাগ; আমরা পরস্পর প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ঐরূপ স্থানে বসিয়াই বলিয়া থাকি। এতচ্ছ্রবনে নবী (দঃ) বলিলেন, এমতাবস্থায় যখন তোমরা বস তখন রাস্তা ও পথের হক আদায় করিও। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, পথের হক কি কি? তদুত্তরে নবী (দঃ) বলিলেন, পথের হক এই—(১) স্বীয় দৃষ্টি নিম্নমুখী ও সংযত রাখা, (পথিক নারীদের প্রতি দৃষ্টি দিবে না।) (২) অপরের কষ্ট হয় এইরূপ কার্য্য হইতে বিরত থাকা, (৩) সালামের উত্তর দেওয়া, (৪) সৎ উপদেশ দান করা ও কু-কার্য্যে বাধা দেওয়া।

[এতদ্ভিন্ন (৫) পথিককে পথ প্রদর্শন করা, (৬) হাঁচিদাতার "আলহামদু লিল্লাহে" শুনিলে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলা, (৭) বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা, (৮) পথহারাকে পথ বাতলাইয়া দেওয়া, (৯) মজলুমের সাহায্য করা, (১০) বোঝা বহনকারীর সাহায্য করা (১১) আল্লার জেকের অধিক পরিমাণে করা। (ফতহুল-বারী)]

পথ হইতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা

আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, পথ হইতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা দান-খয়রাত সমতুল্য।

১১৯৪। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ فَاَخَذَهُ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ০

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি পথিমধ্যে চলিতেছিল; সে কাঁটাযুক্ত গাছের ডালা পথিমধ্যে দেখিয়া উহা অপসারণ করিয়া দিল। আল্লাহ তায়ালা তাহার এই কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিলেন।

পথের পরিমাপ

মছআলাহঃ—কোথাও একটি প্রশস্ত ভূ-খণ্ড বসতি বিহীন রহিয়াছে যাহার উপর সর্বসাধারণ লোকদের চলাচলের পথও আছে, কিন্তু সেই পথের চিহ্নিত পরিমাপ বিদ্যমান নাই। উক্ত ভূখণ্ডের উপর উহার মালিকগণ ঘর-বাড়ী তৈরী করিতে চায়। সে ক্ষেত্রে সাধারণতঃ সাত হাত প্রশস্ত পথ রাখিতে হইবে।

১১৯৫। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, (কোন পথের সংস্কার বা আবিষ্কারে বা নূতন বস্তি আবাদকালে পথ প্রতিষ্ঠায় ঐ পথের পার্শ্বস্থিত লোকদের বিরোধ মীমাংসায় স্মরণ রাখিবে,) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মতবিরোধের ক্ষেত্রে পথের পরিমাপ সাত হাত ধার্য্য করিয়াছেন।

কাহারও মাল লুট করিয়া বা ছিনাইয়া নেওয়া

নবী (দঃ) বিশেষভাবে অঙ্গীকার গ্রহণ করিতেন লুট না করা সম্পর্কে। এক হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি অন্যের মাল লুট করে সে ঈমানশূন্য হইয়া যায়।

১১৯৬। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে য়াযীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন, লুটপাট করা হইতে এবং কোন জীবকে উহার অঙ্গহানী করিয়া শাস্তি দেওয়া হইতে।

মদের পাত্র ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া ফেলা

মদের মটকা ভাঙ্গিয়া ফেলা, মদের মশক ছিড়িয়া ফেলা, মূর্তি ভাঙ্গিয়া ফেলা, (শেরেক-বেদআত কার্য্যের বস্তু যেমন) ক্রুশ ভাঙ্গিয়া ফেলা, (গান বাদ্যের যন্ত্র) দোতারা,

ছেতারা ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া ফেলা—এই সব বিষয় ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়া উহার মছআলাহ সম্পর্কে ইঙ্গিত করিতেছেন—

ছাহাবীগণের যুগের খ্যাতনামা কাজী বা বিচারপতি শোরায়হ্ রহমতুল্লাহ আলাইহের একটি রায় এখানে উল্লেখ হইয়াছে যে, দোতারা বা ছেতারা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার একটি মোকদ্দমায় তিনি আসামীকে বে-কসুর খালাস দিয়াছিলেন।

বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ শরাহ "ফতহুল বারী" নামক কিতাবে লিখিয়াছেন যে, এখানে ইমাম বোখারী (রঃ) দুইটি হাদীছের প্রতিও ইঙ্গিত করিয়াছেন।

প্রথম হাদীছটি এই— মদ হারাম ঘোষিত হইলে পর আবু তালহা (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন, আমি কতিপয় এতিমের পক্ষে ব্যবসার উদ্দেশ্যে মদ ক্রয় করিয়াছিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, মদ ফেলিয়া দাও এবং মদের মটকা ভাঙ্গিয়া ফেল।

দ্বিতীয় হাদীছটি এই— মদ হারাম ঘোষিত হইলে একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছুরি হাতে লইয়া বাজারে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় সিরিয়া হইতে আমদানী কৃত মদের মশকসমূহ বিদীর্ণ করিয়া দিলেন।

১১৯৭। হাদীছ ঃ-ছালামতবনুল-আক্ওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বরের যুদ্ধের সময় একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রজ্জলিত অগ্নি দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করতঃ জানিতে পারিলেন যে, গৃহপালিত গাধার গোশত রান্না করা হইতেছে। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, গোশত ফেলিয়া দাও এবং পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেল। এক ব্যক্তি আরজ করিল, পাত্র ধৌত করিয়া লইলে চলিবে কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, আচ্ছা ধৌত করিয়া লও।

১১৯৮। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি স্বীয় ঘরে মাচাংএর সম্মুখে লটকাইবার একটি পর্দার ব্যবস্থা করিলাম, উহা ছবিযুক্ত ছিল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহা দেখিয়া উহাকে ফারিয়া ফেলিলেন; উহার খণ্ড সমূহ দ্বারা আয়েশা (রাঃ) দুইটি বসিবার গদী তৈয়ার করিলেন।

স্বীয় ধন রক্ষার্থে নিহত হইলে?

১১৯৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় ধন রক্ষায় খুন হইবে সে শহীদ গণ্য হইবে।

অপরের কোন বর্তন পেয়ালা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে?

১২০০। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা কোন এক পত্নীর ঘরে ছিলেন, অপর এক পত্নী তাঁহার ভৃত্যের হাতে তথায় কিছু খাদ্যবস্তু পাঠাইলেন। যেই পত্নীর ঘরে নবী (দঃ) ছিলেন সেই পত্নী রাগান্বিত হইয়া ভৃত্যের হাতে আঘাত করিলেন; খাদ্যবস্তুর পাত্রটি তাহার হাত হইতে পতিত

হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। নবী (দঃ) ভগ্ন পাত্রটির খণ্ডগুলি একত্রিত করিয়া উহার মধ্যে পতিত খাদ্যবস্তু উঠাইলেন এবং উপস্থিত সকলকে খাইতে বলিলেন এবং ভৃত্যকে অপেক্ষা করার আদেশ করিলেন। পানাহার শেষ করিয়া ভগ্নকারিণী পত্নীর নিকট হইতে একটি ভাল পাত্র লইয়া ভৃত্যের হাতে দিলেন এবং ভগ্ন পাত্রটি সেই ঘরে রাখিয়া দিলেন।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● কাহারও সঙ্গে বিতর্কে ফাহেশা কথা ও অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা মোনাফেকের পরিচয় (৩৩২ পৃঃ)। ● ব্যক্তিবিশেষের বা সমাজবিশেষের তৈরী বাংলো, বারান্দা বা চাতাল ইত্যাদি যাহা সাধারণতঃ লোকজনের বৈঠকখানারূপে তৈরী হয় তথায় মালিকের অনুমতি ছাড়া বসা যায়। (৩৩৩ পৃঃ)। ● পথে-ঘাটে এমন কোন বস্তু ফেলা যাহাতে পথের কোন ক্ষতি না হয় এবং চলাচলকারীদের জন্য কোন প্রকার কষ্টের বা বিঘ্নের কারণ না হয়—তাহা জায়েয (ঐ)। ● সাধারণ পথের পার্শ্বে কূপ করা জায়েয যদি যাতায়াতকারীদের কষ্ট ও ক্ষতির কারণ না হয় (ঐ)। পথে কষ্টদায়ক জিনিষ থাকিলে উহা যাহারই হউক অপসারণ করা যায় (৩৩৪ পৃঃ)। উচু বা দ্বিতলে তৃতলে কক্ষ বা বারান্দা বহির্মুখী বা অবহির্মুখী তৈরী করা (৩৩৪ পৃঃ)। অর্থাৎ নিজ জমিতে এইরূপ গৃহ তৈরীর অধিকার আছে, কিন্তু পড়শীর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যথা— নিজ বাড়ীর ছাদে চড়িলে যদি পরশীর আন্দরবাড়ী দৃষ্টিগোচর হয় সে ক্ষেত্রে পড়শীর অধিকার আছে ছাদে চড়িতে নিষেধ করার—যাবৎ না ছাদে পর্দার বেষ্টনী দেওয়া হয়। আর যদি ছাদ হইতে অপরের আন্দরবাড়ী দৃষ্টিগোচর না হয়, কিন্তু অপর ছাদে মানুষ উঠিলে তাহা উচু ছাদ হইতে দেখা যায় সে ক্ষেত্রে উচু ছাদে চড়িতে নিষেধ করার অধিকার নাই (আলমগীরী, ৫—৪০৮) ● মসজিদের সম্মুখে মসজিদের সীমার বাহিরে যাতায়াত ও সাধারণ ব্যবহারের জায়গায় মসজিদে আগমনকারী স্বীয় যানবাহন বাঁধিতে পারে (৩৩৫ পৃঃ)। ● কাহারও দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ফেলিলে ঐরূপ দেওয়াল বানাইয়া দিতে হইবে (৩৩৭ পৃঃ)। অর্থাৎ কাহারও কোন বস্তু বিনষ্ট করিলে সে ক্ষেত্রে অন্য বস্তুর দ্বারা ভরতক দেওয়া দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কথা; প্রথমতঃ ঐ বস্তুর স্থান পূরণ করার চেষ্টাই করিতে হইবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ